ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ১০ সংখ্যা : ৪০
অক্টোবর - ডিসেম্বর : ২০১৪

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন পদ্ধতি : একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ রুহুল আমিন*

[সারসংক্ষেপ : *হাজার বছরের ব্যাংক ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স এক নতুন সংযোজন। গত শতাব্দীর শেষভাগে এসে এর যাত্রা শুরু হয়। ইতোমধ্যে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন, অনুশীলন ও গবেষণা হলেও নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবনের মাত্রা আশানুরূপ নয়। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে একে কনভেনশনাল প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের (التكييف الشرعي/ Shariah Adaptation) উপর নির্ভর করতে হয়। শরী'আহ অভিযোজন আধুনিক বিষয়ের, বিশেষত আর্থিক লেনদেন সম্পর্কিত নতুন নতুন অনুষঙ্গের বিধান উদ্ভাবন ও এর প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন-পরিবর্ধনের মাধ্যমে শরী'আহসম্মত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অত্র প্রবন্ধে শরী'আহ অভিযোজনের পরিচিতি, এর সমার্থবোধক ফিকহী পরিভাষা, গুরুত্ব, প্রামাণিকতা, অভিযোজনকারীর যোগ্যতা, অভিযোজনের শুদ্ধ ও ভুল পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে রচিত এ গবেষণা কর্মটি ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রচলিত কনভেনশনাল প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের নীতিমালা স্পষ্ট করার মাধ্যমে প্রডাক্টসমূহ শরী'আহসম্মত হওয়ার প্রমাণ পেশ করবে এবং ভবিষ্যতে নতুন প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের পাথেয় হিসেবে ভূমিকা রাখবে।]*

মূলশব্দ : *ব্যাংকিং প্রডাক্ট, শরী'আহ অভিযোজন, ইসলামী ব্যাংকিং, ব্যাংক কার্ড।*

ভূমিকা

'ইসলামী ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্স' বর্তমান সময়ের অতি পরিচিত ও জনপ্রিয় একটি পরিভাষা। ইসলাম বিরোধীরা ইসলামী জীবনদর্শনের সব দিক বর্জন করলেও এ দিকটি গ্রহণ করেছে। বিষয়টি আরও নিশ্চিত হয় যখন তাদেরই কণ্ঠে শুনি,

> অতীতে আমরা মুসলিম স্পেন ও আন্দালুসিয়া থেকে আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ে জেনেছিলাম। ইসলাম থেকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা পেয়েছিলাম। আর এখন আমরা তাদের থেকে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের আইডিয়া গ্রহণ করতে পারি।[১]

* পিএইচ.ডি গবেষক, আল-ফিকহ ও উসূল আল-ফিক্হ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া।

ইসলামী ব্যাংকিংয়ের সূচনা লগ্নে এর পদ্ধতিগত শুদ্ধতা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা উঠলেও এর সোনালী সফলতা ও এ ব্যাপারে সারা বিশ্বের আলিমগণের ঐকমত্যের কারণে সেসব সমালোচনা বর্তমানে নিন্দুকের নিন্দা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অন্যদিকে সুদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মানবতার আর্থিক নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল হিসেবে ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফলভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও এর সবচেয়ে বড় অভাব শরী'আহভিত্তিক প্রডাক্ট উদ্ভাবন। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অর্ধশতাব্দী পার হলেও বিভিন্ন কারণে প্রডাক্ট উদ্ভাবনে আশানুরূপ সফলতা আসেনি। অন্যদিকে আর্থিক লেনদেনের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা তথা কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সুদের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এবং সেখানে শরী'আহভিত্তিক ইনস্ট্রুমেন্ট লেনদেনের চর্চা না থাকায় ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। পক্ষান্তরে শত শত বছরের পুরাতন কনভেনশনাল ব্যাংকিং সুদের উপর ভিত্তি করে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন ও সেবা প্রদান করছে। এসব সমস্যা মোকাবেলা করে অগ্রযাত্রাকে ধরে রাখার জন্য ইসলামী ব্যাংকের সামনে যেসব বিকল্প রয়েছে তার মধ্যে কনভেনশনাল প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন সর্বাধিক কার্যকর পদ্ধতি। এ পদ্ধতির মাধ্যমে একাধারে কনভেনশনাল ব্যাংকিং ধারার সাথে সঙ্গতি রেখে সেবা প্রদান ও শরী'আহ পরিপালন সম্ভব হয়।

শরী'আহ অভিযোজন (التكييف الشرعي/ *Shariah* Adaptation)

'শরী'আহ অভিযোজন' ব্যাপক ব্যবহৃত একটি আধুনিক পরিভাষা। পূর্ববর্তী ফিকহের গ্রন্থসমূহে এর কোন সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। তবে ইবাযিয়্যাহ (الإباضية)[২] মাযহাবের ফকীহগণের কেউ কেউ পরিভাষাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁরা একে বর্তমান

১. বিখ্যাত সাময়িকী *ইকনোমিস্ট*-এর ১৯৯৪ সনের ৬ আগস্ট সংখ্যায় 'সার্ভে অব ইসলাম' প্রতিবেদন। সূত্র: মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, *ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থা*, ঢাকা : সেন্ট্রাল শরীআহ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, ২০০৮ইং, ভূমিকা অংশ।

২. এ মাযহাব মূলত আব্দুল্লাহ ইবন ইবাযের অনুসারী, যারা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদের আমলে আত্মপ্রকাশ করে। মূলগত দিক থেকে এ মাযহাব খারিজী সম্প্রদায়ের একটি ক্ষুদ্র উপদল। তবে বিশ্বাসগত দিক থেকে বেশ কিছু বিষয়ে খারিজীদের সাথে তাদের মতানৈক্য রয়েছে। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : আব্দুল কাহির ইব্ন তাহির আল-বাগদাদী, *আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক ওয়া বায়ানু আল-ফিরকাতিন নাজিহাহ*, বৈরূত : দারুল আফাকিল জাদীদাহ, ২য় সংস্করণ, ১৯৭৭ খ্রি., পৃ. ৮২

সময়ের প্রচলিত অর্থে ব্যবহার করেননি। বরং তাঁদের দৃষ্টিতে অভিযোজন (التكييف) অর্থ নিঃশব্দে বা অপ্রকাশ্যে তথা গোপনে কোন কাজ সম্পন্ন করা।[৩] এ ছাড়া অন্য কোন মাযহাবের প্রাচীন কোন গ্রন্থে এ পরিভাষাটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়নি। তবে এর সমার্থবোধক ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি পরিভাষা পাওয়া যায়। সমসাময়িক আলিমগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক এ পরিভাষাটি সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো:

ইউসুফ আল-কারযাভী [জ. ১৯২৬ খ্রি.] বলেন:

تطبيق النص الشرعي على الواقعة العملية.

প্রায়োগিক কোন ঘটনার উপর শার'য়ী নস প্রয়োগ।[৪]

মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা গ্রন্থে বলা হয়েছে:

تحرير المسألة وبيان انتمائها إلى أصل معين معتبر.

কোন মাসআলাকে মূল্যায়ন এবং তাকে নির্দিষ্ট ও বিবেচ্য মূলনীতির সাথে সম্পৃক্তকরণ।[৫]

মুহাম্মাদ উসমান শিব্বীর (জ. ১৯৪৯ খ্রি.) বলেন:

تحديد حقيقة الواقعة المستجدة لإلحاقها بأصل فقهي، خصه الفقه الإسلامي بأوصاف فقهية، بقصد إعطاء تلك الأوصاف للواقعة المستجدة عند التحقق من المجانسة والمشابهة بين الأصل والواقعة المستجدة في الحقيقة.

ইসলামী ফিক্হ (পূর্বকার কোন বিষয়ে) নির্ধারিত বৈশিষ্ট্য ও মূলনীতির সাথে সংযুক্ত করার জন্য নতুন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা এ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করা যে, যেন মূলনীতি ও নতুন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থার সাথে সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য বিশ্লেষণান্তে উক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ নতুন বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করা যায়।[৬]

মুহাম্মাদ সালাহ আসসাভী (জ. ১৯৫৪ খ্রি.) বলেন:

رد العمليات المعاصرة إلى أصولها الشرعية، وإدراجها تحت ما يناسبها من العقود التي تولى الفقه الإسلامي صياغتها وتنظيم أحكامها، ليكون ذلك منطلقا للإصلاح والتقويم.

৩. মুসফির ইব্ন আলী আল-কাহতানী, "আত-তাকঈফুল ফিকহী লিল আ'মালিল মাসরাফিয়্যাতিল মু'আসিরাহ", *আল-আদল*, সংখ্যা ২৮, শাওয়াল ১৪২৬ হি., আইন মন্ত্রণালয়, সৌদি আরব, পৃ. ৫১

৪. ইউসুফ আব্দুল্লাহ আল-কারযাভী, *আল-ফাতওয়া বাইনাল ইনদিবাতি ওয়াত তাসাইয়ুবি*, কুয়েত : দারুল কলম, ১৪০২ হি., পৃ.৭২

৫. মুহাম্মাদ রিওয়াস কুলআহ ও হামিদ সাদিক কুনাইবী, *মুজামু লুগাতিল ফুকাহা*, বৈরূত : দারুন নাফাইস, ২য় প্রকাশ, ১৪০৮ হি., পৃ. ১৪৩

৬. মুহাম্মাদ উসমান শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী লিল ওয়াকাইয়ি'ল মুসতাজিদ্দাহ ওয়া তাতবীকাতুহুল ফিকহিয়্যাহ*, দামিশক : দারুল কলম, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৫ হি./ ২০১৪ খ্রি., পৃ. ৩০

আধুনিক কার্মকাণ্ডকে শর'য়ী মূলনীতির দিকে ধাবিত করা এবং ইসলামী ফিক্হ যেসব চুক্তির বৈধতা দেয় তার সাথে সঙ্গত কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা ও তার বিধান নির্ধারণ করা, যাতে তার পূর্নগঠন ও মূল্যায়ন সম্ভব হয়।[৭]

মুসফির আল-কাহতানী (জ. ১৯৭১ খ্রি.) বলেন:

التصوّر الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه.

ঘটনার পরিপূর্ণ রূপায়ণ এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট মূলনীতির প্রয়োগ।[৮]

অতএব, সাম্প্রতিক কোন বিষয়কে শারী'আহসম্মত করাকে বলা হয় শারী'আহ অভিযোজন। অর্থাৎ সাম্প্রতিক যে বিষয়ের কোন বিধান বর্ণিত হয়নি তার শর'য়ী বিশ্লেষণ করে শরী'আহর মূলনীতির সাথে তাকে খাপ খাওয়ানো বা শারী'আতের বিধানের সাথে তার যোগসূত্র স্থাপনকে শরী'আহ অভিযোজন বলা হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাচীন ফিকহের গ্রন্থে শরী'আহ অভিযোজন সংশ্লিষ্ট কিছু পরিভাষার উল্লেখ রয়েছে। শরী'আহ অভিযোজনের অর্থ অনুধাবনের সুবিধার্থে নিম্নে কয়েকটি সমার্থবোধক পরিভাষা উল্লেখ করা হলো:

ক. তাখরীজ (التخريج)

আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে تخـــريج শব্দটি خـــرج বা বের হওয়া থেকে উৎপন্ন, যার শাব্দিক অর্থ নির্গত করা। তবে ফকীহ ও উসূলবিদগণ এর আভিধানিক অর্থ নিয়েছেন استنباط ও استخراج বা উদ্ভাবন।[৯] এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইব্ন ফারহুন আল-মালিকী (৭৩০-৭৯৯ হি.) বলেন:

استخراج حكم مسألة من مسألة منصوصة.

নস্ভিত্তিক কোন মাসআলার বিধান থেকে (সাদৃশ্যপূর্ণ) মাসআলার বিধান উদ্ভাবন।[১০]

শায়খ আলভী আস্-সাক্কাফ (জ. ১৩৭৬ হি.) বলেন:

أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة.

মাযহাবের ফকীহ্গণ কর্তৃক কোন বিষয়ে তাঁদের ইমামের বর্ণিত বিধানের অনুরূপ বিধান সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের জন্য নির্ধারণ করাকে তাখরীজে ফিকহী বলা হয়।[১১]

৭. মুহাম্মাদ সালাহ আস-সাভী, *মুশকিলাতুল ইসতিছমার*, কায়রো : দারুল ওয়াফা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০ খ্রি., পৃ. ৪২৪

৮. মুসফির আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিখরাজিল আহকামিল ফিকহিয়্যাহ লিন নাওয়াযিলিল মু'আসিরাহ*, মক্কা : উম্মুল কুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৩৮৪

৯. মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াকূব আল-ফিরোযাবাদী, *আল-কামুসুল মুহীত*, বৈরূত : দারু ইয়াহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৪২৪ হি./২০০৩ খ্রি. পৃ. ১৮৩

১০. ইব্ন ফারহুন আল-মালিকী, *কাশফুন নিকাবিল হাজিবি ফী মুসতালিহ ইব্নিল হাজিব*, বিশ্লেষণ : হামযাহ আবু ফারিস ও আব্দুস সালাম শরীফ, বৈরূত : দারুল গারব আল-ইসলামী, ১ম প্রকাশ-১৯৯০ খ্রি., পৃ. ১০৪

১১. আলভী আস্-সাক্কাফ, *আল-ফাওয়ায়িদুল মাক্কীয়াহ*, বৈরূত : মাকতাবাতু আল-বাবী আল-হালবী, বিশেষ সংস্করণ, সনবিহীন, পৃ. ৪২

তাখরীজ ফিকহী সাধারণত নিম্নোক্ত দুটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে:

১. تخريج الفروع على الأصول বা মূলনীতির ভিত্তিতে শাখার বিধান নির্গত করা। অর্থাৎ মাযহাবের ইমামগণের নীতিমালার ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করা।

২. تخريج الفروع من الفروع বা শাখার বিধানের ভিত্তিতে অন্য শাখার বিধান নির্ণয় করা। অর্থাৎ পূর্বের কোন বিষয়ের বিধানে মাযহাবের ইমামগণের প্রদত্ত মতামতের আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করা।[১২]

শরী'আহ অভিযোজন তাখরীজে ফিক্হীর চেয়ে ব্যাপক। তাখরীজে ফিকহী শরী'আহ অভিযোজনের একটি পদ্ধতি। কেননা শরী'আহ অভিযোজন তাখরীজ, কিয়াস, নস, মাসালিহ মুরসালাহ, সাদ্দুয যারাঈ' ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমে হয়। পদ্ধতিগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে, যেমন শাখায় অন্তর্নিহিত ইল্লাত নির্ধারণ ও তাকে মূল বিধানের সাথে সংশ্লিষ্টকরণ ইত্যাদি। পক্ষান্তরে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্যও রয়েছে; যেমন তাখরীজের ক্ষেত্রে মাযহাবের ইমামের মূলনীতি অনুসরণ আবশ্যক কিন্তু অভিযোজনের মধ্যে সরাসরি কুরআন, সুন্নাহ ও অন্যান্য উৎস থেকে দলীল গ্রহণ করা হয়।

খ. তাসাওয়ুর (التصور أو التصوير)

তাসাওয়ূর বা তাসভীর মূলত صور শব্দ থেকে নির্গত; যার আভিধানিক অর্থ রূপায়ণ বা আকৃতি প্রদান। পরিভাষায় এর সংজ্ঞায় আল্লামা জুরজানী (মৃ. ৮১৬ হি.) বলেন:

> حصول صورة الشيء في العقل، وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بنفي أو إثبات.
>
> মানসপটে কোন কিছুর রূপায়ণ এবং ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোন বিধান আরোপ ছাড়াই তার সত্তা অনুধাবন।[১৩]

এটি মানতিক বা যুক্তিবিদ্যার একটি বহুল পরিচিত পরিভাষা। যুক্তিবিদগণের দৃষ্টিতে জ্ঞান দুই প্রকার কল্পিত ও বাস্তব। বাস্তব অবস্থার পূর্বে কল্পনার উদয় হয় এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি পাওয়ার পর তা বাস্তবে পরিণত হয়। অতএব, নতুন কোন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই একটি রূপ মনে মনে চিন্তা করে করে পরবর্তীতে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার বাস্তবসম্মত বিধান নির্ধারণ করা হয়। এ কারণে ফিকহী কায়ি'দা (সূত্র) বর্ণিত হয়েছে: الحكم على الشيء فرع عن تصوره (কোন কিছুর বিধান নির্ণয় তার চিন্তারই ফল)।[১৪]

---

১২. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৩. জুরজানী, *আত-তা'রিফাত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

১৪. তাকীউদ্দীন আবূল বাকা মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-ফাতুহী (ইব্ন নাজ্জার নামে প্রসিদ্ধ), *শরহ কাওকাবুল মুনীর*, সম্পা: মুহাম্মদ আল-যুহাইলী ও নাযীহ হাম্মাদ, জিদ্দাহ : মাকতাবাতুল 'উবাইকান, ২য় সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫০

তাসাওয়ূর বা তাসভীর মূলত শরী'আহ অভিযোজনের প্রথম পর্যায়। যাকে এর মূলভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কেননা নতুন বিষয়ের প্রকৃত অবস্থা রূপায়ণ যথাযথ না হলে শরী'আহ অভিযোজন ত্রুটিমুক্ত হওয়া সম্ভব না।

গ. তাহকীকুল মানাত (تحقيق المناط)

مناط অর্থ হেতু বা কার্যকারণ। অতএব, تحقيق المناط অর্থ কার্যকারণ অনুসন্ধান। পরিভাষায় এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে:

> النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفة تلك العلة بنص أو إجماع أو استنباط جلي، فإثبات وجود العلة في مسألة معينة بالنظر والاجتهاد هو تحقيق المناط.
>
> কোন নির্দিষ্ট বিধানের ইল্লাত অবগত হওয়ার জন্য ইজতিহাদ করা এবং নস বা ইজমা' বা প্রকাশ্য কিয়াসের ভিত্তিতে নির্ণীত 'ইল্লাতকে বিধান উদ্ভাবনের জন্য নির্দিষ্ট মাসআলায় প্রয়োগ করা।[১৫]

তাহকীকুল মানাত শরী'আহ অভিযোজনের একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। নতুন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের পর এর ও মূল বিধানের মধ্যকার সাদৃশ্যপূর্ণ কার্যকারণ অনুসন্ধানই মূলত অভিযোজনের প্রধান কাজ। এই কার্যকরণই নতুন বিষয়ের বিধান নির্ণয়ের প্রধান অবলম্বন।

ঘ. আল-আশবাহ আল-ফিকহিয়্যাহ (الأشباه الفقهية)

আশবাহ (أشباه) শব্দটি শিবহুন (شبه)-এর বহুবচন, যার অর্থ সাদৃশ্য। পরিভাষায় আল-আশবাহ আল-ফিকহিয়্যাহ বলা হয়:

> الصفة الجامعة الصحيحة التي إذا اشترك فيها الأصل والفرع أوجب اشتراكهما في الحكم.
>
> একই বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্য যখন মূল ও শাখা উভয়ের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান হয়, তখন উভয়ের বিধানও একই হওয়া আবশ্যক।[১৬]

এর বিপরীতে নাযাঈর ফিকহিয়্যাহ (النظائر الفقهية) বলা হয়:

> المسائل التي تشبه بعضها بعضا في الظاهر وتختلف في الحكم.
>
> ঐ সব মাসআলা, যা বাহ্যিকভাবে পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও বিধানের ক্ষেত্রে বিসদৃশ।[১৭]

শরী'আহ অভিযোজনের গুরুত্ব

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন কারণে শারী'আহ অভিযোজন বিশেষ গুরুত্ববহ হয়ে দেখা দিয়েছে। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কারণ আলোচনা করা হলো:

---

১৫. আল-কাহতানী, *মানহাজু ইসতিখরাজ*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩৮৭

১৬. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৭. প্রাগুক্ত

এক: সাম্প্রতিক বিষয়গুলো মূলত সমাজের সর্বশেষ অবস্থা। পূর্ববর্তী ফিকহের কিতাবে এগুলো সম্পর্কে কোন আলোচনা বিদ্যমান নেই। আবার বিষয়গুলো জটিল, দুর্বোধ্য ও জীবনঘনিষ্ঠ। ইসলামী শরী'আহকে গতিশীল, শাশ্বত ও সার্বজনীন প্রমাণের জন্য এসব বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন অতি জরুরী। শরী'আহ অভিযোজন সাম্প্রতিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের একটি পদক্ষেপ হিসেবে গুরুত্বের দাবিদার।

দুই: বিগত কয়েক যুগে সভ্যতার উন্নতি ও সমাজব্যবস্থার যে পরিবর্তন হয়েছে ইতিহাসে এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। এসব উন্নতি ও পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে যেসব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কিত বিধান গবেষণা করার মত 'মুজতাহিদ মুতলাক'[১৮]-এর অভাব এবং 'মুজতাহিদ ফিল মাযহাব'[১৯]-এর সংখ্যাধিক্যের কারণে শারী'আহ অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেননা সাম্প্রতিক বিষয়ের বৈশিষ্ট্য, এর গুণাগুণ বিবেচনা ও তাকে রূপায়ণের ক্ষেত্রে শরী'আহ অভিযোজন নিরাপদ পদ্ধতি।

তিন: শরী'আহ অভিযোজন সাম্প্রতিক অবস্থা অধ্যয়ন ও তার যথাযথ বিধান উদ্ভাবনের মাধ্যম। মহান আল্লাহ কোন বিষয় যথার্থভাবে না জেনে সে সম্পর্কে বিধান প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন:

﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾

যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার অনুসরণ করো না।[২০]

অতএব, নতুন বিষয় জানা এবং তার বিধান বিশ্লেষণের মাধ্যম হিসেবে শরী'আহ অভিযোজনের গুরুত্ব অপরিসীম।

চার: সাম্প্রতিক বিষয়সমূহের অধিকাংশ বিষয় ইসলামী বলয়ের বাইরে থেকে উদ্ভাবিত হয় এবং তা জনপ্রিয় ও জনবহুল করার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ফলে

১৮. মুজতাহিদ মুতলাক বলা হয়, هو الذي يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد وتقييد بمذهب أحد অর্থাৎ যিনি কোন ইমামের নীতিমালার আলোকে বা কারও অনুকরণ ছাড়াই শর'য়ী দলীল থেকে সরাসরি শর'য়ী বিধান অনুধাবনে সক্ষম। দ্রষ্টব্য : আবূ আমর উছমান ইব্ন সালাহ উদ্দীন (ইবনুস সালাহ নামে প্রসিদ্ধ), *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, বৈরূত : মাকতাবাতু আলামিল কুতুব, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৮৭

১৯. মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়, أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده অর্থাৎ যিনি তাঁর ইমামের মাযহাবের মধ্যে থেকে নিজস্ব নীতিমালার আলোকে প্রমাণাদি উপস্থাপন করে ইজতিহাদ করেন, তবে তিনি দলীল পেশের ক্ষেত্রে তাঁর ইমামের মূলনীতি ও অন্যান্য নীতিমালা অতিক্রম করেন না। দ্রষ্টব্য: ইমাম মুহীউদ্দীন নববী, *আল-মাজমু'*, কায়রো : দারুল হাদীছ, ২০১০ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৭৬

২০. আল-কুরআন, ১৭ : ৩৬

আমাদের সমাজ কিছু দিনের ব্যবধানে নতুন নতুন প্রডাক্ট অবলোকন করে। যেগুলোর শর'য়ী বিধান নির্ণয় আবশ্যক হয়ে পড়ে। আবার এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে সেগুলোর শর'য়ী বিকল্প উদ্ভাবন জরুরী হিসেবে বিবেচ্য হয়। এক্ষেত্রে শরী'আহ অভিযোজন অন্য যে কোন পদ্ধতির তুলনায় অধিকতর কার্যকর।

পাঁচ: আধুনিক জীবনাচার, সমাজ ও অর্থব্যবস্থা পরিচালনার ইসলামী পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও শরী'আহভিত্তিক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে মুসলিমদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে কনভেনশনাল পদ্ধতিকে শরী'আহর ভিত্তিতে বিন্যাস করার জন্য শরী'আহ অভিযোজন একমাত্র বিকল্প হিসেবে গণ্য।

শরী'আহ অভিযোজনের প্রামাণিকতা

সাম্প্রতিক বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজনের প্রামাণিকতা মূলত ইজতিহাদের প্রামাণিকতার সাথে সংযুক্ত। উপরন্তু, পবিত্র কুরআন, সুন্নাহসহ ইসলামী আইনের বিভিন্ন উৎস ও বুদ্ধিবৃত্তিক দলিলের ভিত্তিতে এর প্রামাণিকতা সাব্যস্ত।

এক : কুরআনের প্রমাণ

ক. মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا﴾

যখন তাদের কাছে শান্তি অথবা শঙ্কার কোন সংবাদ আসে তখন তারা তা প্রচার করে। যদি তারা তা রাসূল কিংবা তাদের মধ্যকার নেতৃস্থানীয়দের গোচরে আনত, তবে তাদের মধ্যে যারা তথ্য অনুসন্ধান করে তারা তার যর্থার্থতা নির্ণয় করতে পারত। তোমাদের উপর আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ না থাকলে তোমাদের অল্প কয়েকজন ব্যতীত সকলেই শয়তানের অনুসরণ করত।[২১]

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, মহানবী স.-এর জীবদ্দশায় নতুন কোন বিষয়ের বিধান অবগত হওয়ার জন্য তাঁর দিকে মনোনিবেশ করা আবশ্যক ছিল। পক্ষান্তরে তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুন্নাহর দিকে এবং মুমিনগণের মধ্যকার নেতৃস্থানীয় তথা মাসআলা উদ্ভাবনে সক্ষম ফকীহগণের উপর নির্ভর করতে হবে। অতএব, নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন ও শর'য়ী বিধান উদ্ভাবন ফকীহগণের কর্তব্য এবং তাঁদের উদ্ভাবিত বিধান শরী'আহসম্মত।

খ. পবিত্র কুরআনে বিধান আরোপের ক্ষেত্রে অপরাধকে মানদণ্ড ধরে সমজাতীয় শাস্তি নির্ধারণের ঘোষণা এসেছে।

২১. আল-কুরআন, ৪ : ৮৩

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُم ﴾

হে ঈমানদারগণ! ইহরামে থাকা অবস্থায় তোমরা শিকার-জন্তু হত্যা করো না, তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে তা হত্যা করলে যা সে হত্যা করল তার বিনিময় হচ্ছে অনুরূপ গৃহপালিত পশু, যার ফয়সালা করবে তোমাদের মধ্যকার দুইজন ন্যায়বান লোক।[২২]

এ আয়াতে সমজাতীয় ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে তুলনার মাধ্যমে বিধান নির্গমনের নির্দেশনা এসেছে। এমনকি আয়াতে বর্ণিত সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তার প্রকৃতি নিয়ে ফকীহগণ মতভেদও করেছেন। কেউ কেউ আকৃতিগত দিক থেকে সাদৃশ্যকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন, আবার কেউ মূল্যমানের সাদৃশ্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন।[২৩]

দুই : হাদীস থেকে প্রমাণ

বিভিন্ন হাদীস থেকেও শরী'আহ অভিযোজনের প্রমাণ পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

ক. মহানবী সা. বলেন.

لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة

যাকাতের (পরিমাণ কম-বেশি হওয়ার) আশঙ্কায় পৃথক (প্রাণী)গুলোকে একত্রিত করা যাবে না এবং একত্রিতগুলোকে পৃথক করা যাবে না।[২৪]

ইমাম বুখারী রহ. এ হাদীসের خشية الصدقة অংশ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع অংশ দিয়ে বাব বা পরিচ্ছেদের নামকরণ করেছেন। কেননা এটি একটি সামগ্রিক কায়িদা (قاعدة كلية), যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যখন ফিকহের শাখা-প্রশাখার মধ্যকার বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি একই হবে, তখন সেগুলো একই বিধানের আওতাধীন করা হবে; এগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা হবে না। শাখা-প্রশাখা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের হলে তা একই বিধানের মধ্যে একত্রিত করা যাবে না। এটিই মূলত শরী'আহ অভিযোজন।

২২. আল-কুরআন, ৫ : ৯৫

২৩. আবুল ফিদা ইসমা'ঈল ইব্ন কাছীর, *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম* (৮ খণ্ডে), সম্পা: সামী বিন মুহাম্মাদ সালামাহ, আল-মাদীনাহ আল-মুনাওয়ারাহ : দারুত তায়্যিবাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪২০ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ৩, পৃ. ১৯২

২৪. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ* (এক খণ্ডে), বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২০০৯ খ্রি., অধ্যায় : আয-যাকাত, পরিচ্ছেদ : লা ইয়াজমাউ বাইনা মুতাফাররিক ওয়া লা ইফাররিকু বাইনা মুজতামিউ, পৃ. ২৬৯, হাদীস নং ১৪৫০

খ. মহানবী সা. শরী'আহ অভিযোজনের অন্যতম মাধ্যম কিয়াসের ভিত্তিতে অনেক বিষয়ের বিধান নির্ধারণ করেছেন। যেমন-

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বললেন, আমার মা ইন্তিকাল করেছেন অথচ তার উপর একমাস রোযা আবশ্যক ছিল। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন, যদি তার উপর কোন ঋণ থাকত তবে কি তুমি তা পরিশোধ করতে? সে বলল, হ্যাঁ। এবার তিনি বললেন:

فدين الله أحق بالقضاء

অতএব, আল্লাহর ঋণ পরিশোধিত হওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার।[২৫]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে আগমন করে বললেন, আমার পিতা ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি অতিশয় বৃদ্ধ হওয়ায় বাহনে চড়তে পারেন না। অথচ তাঁর উপর হাজ্জ ফরজ। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, তুমি কি তাঁর বড় সন্তান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার পিতার উপর যদি কোন ব্যক্তির ঋণ থাকত আর তুমি যদি তা পরিশোধ করতে, তবে কি তাঁর পক্ষ থেকে আদায় হত না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, অতএব তাঁর পক্ষ থেকে হাজ্জ কর।২৬

উপরোক্ত হাদীস দুটিতে মহানবী সা. আল্লাহর ঋণ তথা রোযা ও হাজ্জকে বান্দার আর্থিক ঋণের সাথে তুলনা করে তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন।

গ. আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সা.-এর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী একটি কালো সন্তান প্রসব করেছে। আমি তাকে (আমার সন্তান হিসেবে) অস্বীকার করছি। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তোমার কি উট আছে? সে বলল, হ্যাঁ আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর রং কী? সে বলল, লাল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সেগুলোর মধ্যে সাদা-কালো মিশ্রিত রঙয়ের কোন উট আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সাদা-কালো মিশ্রিত রঙয়ের অনেকগুলোই আছে। তিনি বললেন, এ রং কী করে এলো বলে মনে কর? সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! বংশের পূর্ব সূত্রের (Genetic) প্রভাবে এরূপ হয়েছে। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার সন্তানও বংশের পূর্ব সূত্রের প্রভাবে এরূপ হয়েছে এবং তিনি এ সন্তানকে অস্বীকার করার অনুমতি তাকে দিলেন না।[২৭]

২৫. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ* (এক খণ্ডে), বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০১০ খ্রি., অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : কাদাউস সিয়াম 'আনিল মায়্যিতি, পৃ. ৫১০, হাদীস নং ২৬৮৮

২৬. ইমাম মুসলিম, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-হাজ্জ, পরিচ্ছেদ : আল-হাজ্জ 'আনিল 'আজিয লিযামানিহি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৬, হাদীস নং ৩২৩৯

২৭. ইমাম বুখারী, *আস-সহীহ*, অধ্যায় : আল-ই'তিসাম বিল কিতাব ওয়াস্‌সুন্নাহ, পরিচ্ছেদ : মান শাব্বাহা আসলান মা'লুমান বি আসলিন মুবাইয়্যানিন কাদ বাইয়্যানাল্লাহু হুকমাহা লি ইফহামাস সায়িল, হাদীস নং ৬৮৮৪

এ হাদীসটিতে উটের রঙয়ের ভিন্নতার কারণকে অভিযোজন করে মানুষের সন্তানের রঙয়ের ভিন্নতার কারণ নির্ণয় করেছেন।

ঘ. বর্ণিত আছে 'উমার [শা. ২৩ হি.] রা. একদিন রাসূলুল্লাহ সা.-কে বললেন,

هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم. قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم.

হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ বড় ধরনের কাজ করে ফেলেছি। আমি রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, তুমি রোযা অবস্থায় যদি কুলি করতে তবে কি হত? তিনি বললেন, তাতে কোন অসুবিধা ছিল না। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে অসুবিধা কোথায়?[২৮]

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স. চুম্বন তথা যৌন সম্ভোগের সূচনা স্তরকে কুলি তথা পানি পানের সূচনা স্তরের সাথে তুলনা করে উভয়ের একই বিধান নির্ধারণ করেছেন।

তিন : সাহাবীগণের কার্যাবলি

সাহাবীগণ কুরআন ও সুন্নাহে সাম্প্রতিক বিষয়ের শর'য়ী বিধান না পেলে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের বিধানের আলোকে নতুন বিষয়ের বিধান অভিযোজন করতেন। কিয়াসের আলোকে তাঁদের অভিযোজিত বিভিন্ন বিধান অনেক উসূলবিদ স্ব স্ব গ্রন্থে পৃথক অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের সময়ে শরী'আহ অভিযোজনের সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত আবূ বকর [মৃ. ১৩ হি.] রা.-এর খিলাফত সাব্যস্ত করণ। তাঁরা তাঁর খিলাফাতের দায়িত্বকে মহানবী সা. কর্তৃক তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব প্রদানের উপর কিয়াস করেছিলেন।

উমার রা. খলীফা থাকা অবস্থায় তাঁর বসরার গর্ভনর আবূ মূসা আশ'আরী [মৃ. ৪৪ হি.] রা.-এর কাছে প্রেরিত সরকারী নির্দেশনামায় লেখেন :

اعرف الأمثال والأشباه، ثم قس الأمور عندك، فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى.

পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ সমস্যায় সাদৃশ্যপূর্ণ সমাধান গ্রহণ কর, নিজের থেকে কিয়াস কর, অতঃপর তোমার দৃষ্টিতে যেটি আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয় ও ন্যায়ের অধিকতর সাদৃশ্যপূর্ণ তা গ্রহণ কর।[২৯]

চার : ফিকহী কায়িদা

শরী'আহ অভিযোজনের প্রথম পদক্ষেপ নতুন ঘটনা ও বিষয় পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ করা। যার মাধ্যমে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন সম্ভব হয়। নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ ফিকহী কায়িদা (আইনী সূত্র/ Legal Maxim) থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়:

২৮. ইমাম আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ২০০১ খ্রি., অধ্যায় : আস-সাওম, পরিচ্ছেদ : আল-কুবলাতু লিস সাইম, খ. ১, হাদীস নং ২৩৮৫

২৯. খুরশীদ আহমদ ফারিক, *হযরত উমর রা.-এর সরকারী পত্রাবলি*, অনুবাদ : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৪, পৃ. ২১৯

الحكم على الشيء فرع عن تصوره

কোন কিছুর বিধান নির্ণয় তার রূপায়ণের অংশবিশেষ।[৩০]

এ কায়িদাটি অন্যভাবেও বলা হয়। যেমন-

الحكم على الشيء فرع تصوره

কোন কিছুর বিধান তার রূপায়ণের অংশ বিশেষ।[৩১]

الحكم على الشيء بدون تصوره محال

কোন কিছু যথার্থভাবে রূপায়ণ না করে বিধান নির্ণয় অসম্ভব।[৩২]

পাঁচ : বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণ

বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সুবাদে মানুষ প্রতিদিনই নতুন নতুন বিষয়ের মুখোমুখি হচ্ছে, বিশেষত আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে নিত্যনতুন পদ্ধতি ও উপকরণ আবিস্কৃত হচ্ছে যার বিধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত হয়নি। শরী'আহ আইন সর্বশেষ আইনব্যবস্থা হওয়ায় মুজতাহিদগণ এসব বিষয়ের বিধান নির্ণয়ে দায়বদ্ধ। কেননা প্রত্যেক যুগে মুজতাহিদ বর্তমান থাকে। আল্লামা শাওকানী (মৃ. ১২৫৫ খ্রি.) বলেন,

فذهب جمع إلى أنه لا يجوز خلو الزمان عن مجتهد، قائم بحجج الله، يبين للناس ما نزل إليهم.

এক দল আলিমের মতে, মুজতাহিদ ভিন্ন কোন যুগ বা কাল অতিবাহিত হতে পারে না, যিনি (নতুন নতুন বিষয়ে) আল্লাহর বিধানসমূহ বের করতে সচেষ্ট থাকবেন, মানুষকে তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার (সমসাময়িক) ব্যাখ্যা করবেন।[৩৩]

অতএব, ইসলামী শরী'আহর গতিশীলতার প্রশ্নে শরী'আহ অভিযোজন এক অনিবার্য প্রয়োজন।

শরী'আহ অভিযোজনকারীর যোগ্যতা

নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন এক ফিকহী ইজতিহাদের বিষয় হওয়ায় সকলের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। বরং কাজটি মুজতাহিদ ফকীহগণের সাথে সম্পৃক্ত, যাঁরা ইজতিহাদের ক্ষমতা ও আধুনিক বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের যোগ্যতা রাখেন। আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুস সালাম (মৃ. ১১৬৩ হি.) বলেন,

৩০. ইব্ন নাজ্জার, *শরহ কাওকাবুল মুনীর*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫০

৩১. তাকীউদ্দীন আলী বিন আব্দুল কাফী আস-সুবকী ও তদপুত্র তাজুদ্দীন আব্দুল ওয়াহাব ইব্ন আলী আস-সুবকী, *আল-ইবহাজ ফী শারহিল মানহাজ*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৫ খ্রি., খ. ১, পৃ. ১৭২

৩২. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইব্ন আমীর আল-হাজ্জ আল-হাম্বালী, *আত-তাকরীর ওয়াত তাহবীর*, সম্পা: আব্দুল্লাহ মাহমূদ মুহাম্মদ উমার, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি./১৯৯৯ খ্রি., খ. ২, পৃ. ১০৬

৩৩. মুহাম্মাদ ইব্ন আলী আশ-শাওকানী, *ইরশাদুল ফুহুল ইলা তাহকীকিল হাক্কি মিন ইলমিল উসূল*, সম্পা: আবূ হাফস শামী, রিয়াদ : দারুল ফযীলাহ, ২০০০খ্রি., পৃ. ২৫৩

استعمال كليات علم الفقه وانطباقها على جزئيات الوقائع بين الناس عسير على كثير من الناس، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه ويفهمه ويعلمه غيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجواب.

ফিকহের সামগ্রিক বিধান অধ্যয়ন করে তাকে শাখাপ্রশাখার উপর প্রয়োগ করা অধিকাংশের জন্য কষ্টকর। এমন অনেকে রয়েছেন যারা ফিকহের অনেক বিধান মুখস্থ করেন, অনুধাবন করেন ও অন্যকে শিখান, কিন্তু তাকে যখন সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে কিছু মানুষের জন্য নামাযের বিধান বা প্রয়োজনীয় মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয় তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেন না।[৩৪]

সদুত্তর দিতে না পারার অর্থ আধুনিক বিষয়ের অভিযোজন করতে না পারা। পক্ষান্তরে আধুনিক বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন করতে না পারার কারণ অভিযোজনকারীর যোগ্যতার অভাব। নিম্নে নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজনকারীর যোগ্যতা ও তাঁর গুণাবলি তুলে ধরা হলো :

ক. জ্ঞান : যিনি শরী'আহ অভিযোজনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন তাঁকে অবশ্যই ফিক্‌হ, উসূল ফিক্‌হের সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। বিধানের ইল্লাত, এর মাকাসিদ (مقاصد) ও মানাত (مناط) অনুধাবনে সক্ষম হতে হবে।[৩৫] এছাড়া কুরআন, সুন্নাহ, আরবী ভাষাতত্ত্বসহ ফাতওয়া প্রদানের জন্য যেসব আনুষাঙ্গিক জ্ঞানের প্রয়োজন তারও অধিকারী হতে হবে।

খ. বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি : শরী'আহ অভিযোজনকারীকে বিচক্ষণ, বিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয়। যাতে তিনি নতুন বিষয়ের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, এর প্রক্রিয়া, কর্মকৌশল, সমজাতীয় বিষয়ের সাথে এর মিল-অমিল ভালভাবে অবগত হতে পারেন এবং বিধান নির্গমনের ক্ষেত্রে কোন ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত না হন। ইমামুল হারামাইন আল-জুয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.) বলেন,

لست أعرف خلافا بين المسلمين أن الشرط أن يكون المستناب لفصل الخصومات والحكومات فطنا متميزا عن رعاع الناس، ومعدودا من الأكياس، ولا بد من أن يفهم الواقعة المرفوعة إليه على حقيقتها، ويتفطن لمواطن الإعضال، وموضع السؤال، ومحل الإشكال منها.

মামলার নিষ্পত্তি ও রায় প্রদানের কাজে নিয়োজিত দায়িত্ববান ব্যক্তির জন্য বিচক্ষণ, সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ও বুদ্ধিমান হওয়ার শর্তের ব্যাপারে মুসলিমগণের মধ্যে কোন মতভেদ রয়েছে বলে আমার জানা নেই।

৩৪. আহমাদ ইব্‌ন ইয়াহইয়া আল-ওয়ানশারিসী, *আল-মি'ইয়ারুল মু'আররাব ওয়াল জামি' লিফাতওয়া ইফরীকিয়্যাহ ওয়াল মাগরিব*, বৈরূত : দারুল গারবিল ইসলামী, ১৯৮৯ খ্রি., খ. ১০, পৃ. ৮০

৩৫. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

তাকে অবশ্যই উত্থাপিত ঘটনার প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন এবং সমস্যার ক্ষেত্রসমূহ, প্রশ্নের উদ্দেশ্য ও এর মধ্যকার সন্দেহপূর্ণ অবস্থা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।[৩৬]

গ. তাকওয়া : তাকওয়া বা পরহেজগারী শরী'আহ অভিযোজনকারীর অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচ্য। তাকওয়া নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনকারীর অন্তরে আল্লাহভীতির জন্ম দেয়, যার মাধ্যমে তিনি যে কোন ধরনের স্বার্থ, সুবিধা, ব্যবসায়িক লাভকে উপেক্ষা করে প্রকৃত আল্লাহর বিধান নির্ধারণে কাজ করেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾

হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে তিনি তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার ক্ষমতা দেবেন।[৩৭]

তিনি আরও বলেন:

﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমাত দান করেন এবং যাকে হিকমাত প্রদান করা হয় তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়।[৩৮]

ইমাম মালিক রহ. বলতেন,

يقع بقلبي أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله

আমার অন্তরে এটিই অনুভূত হয় যে, হিকমাত হলো আল্লাহর দীনের ফিক্‌হ এবং ঐসব বিষয় যা আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ ও করুণায় বান্দার অন্তরে নিবিষ্ট করেন।[৩৯]

ঘ. বাস্তব অভিজ্ঞতা : ফকীহের মধ্যে অন্যান্য যোগ্যতা ও গুণাবলি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকলে তিনি আধুনিক বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজন করতে পারেন না। কেননা অভিযোজনের কাজটি মূলত ফাতওয়া ও বিচারের মত প্রায়োগিক কাজ, যার জন্য বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। ইবনুস সালাহ (৫৭৭-৬৪৩ হি.) মুফতীর শর্ত বর্ণনায় তাঁকে প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও অনুশীলনকারী হওয়া আবশ্যক করেছেন।[৪০] অতএব, শরী'আহ অভিযোজনকারীকে অবশ্যই এ সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে।[৪১]

৩৬. ইমামুল হারামাইন আবূল মা'আলী আল-জুয়াইনী, *গিয়াছুল উমাম ফী তিয়াছিয যুলাম*, কায়রো : দারুদ দাওয়াহ, ১৯৭৯ খ্রি., পৃ. ১৫৮

৩৭. আল-কুরআন, ৮ : ২৯

৩৮. আল-কুরআন, ২ : ২৬৯

৩৯. আবূ ইসহাক আশ-শাতিবী, *আল-মুওয়াফাকাত*, কায়রো : মাতবা'আহ মুহাম্মাদ আলী সাবীহ, সনবিহীন, খ. ৪, পৃ. ৬১

৪০. ইবনুস সালাহ, *আদাবুল মুফতী ওয়াল মুসতাফতী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৪১. শিব্বীর, *আত-তাকঈফুল ফিকহী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১২০

শরীআহ অভিযোজনের নীতিমালা

নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবনের জন্য শরী'আহ অভিযোজন একটি ফিকহী ইজতিহাদ হওয়ায় নির্দিষ্ট নীতিমালা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এটি সম্পন্ন করতে হয়। নিম্নে নতুন বিষয়ের শরী'আহ অভিযোজনের নীতিমালা ও পদ্ধতি আলোচনা করা হলো :

এক : নতুন বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ

নতুন বিষয় বলতে ঐসব বিষয়কে বুঝায়, যার বিধানের ব্যাপারে শরী'আতের কোন নস বর্ণিত হয়নি অথবা যার ব্যাপারে সম্মত কোন ইজতিহাদও হয়নি। উক্ত বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ের সৃষ্ট বা সমাজ ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ লাভের ফলে যার বিধান পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন অথবা পূর্বের বিভিন্ন বিষয়ের মিশ্রণে একটি নতুন বিষয়ও হতে পারে।

নতুন বিষয়ের বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলি

যেসব বিষয় শরী'আহ অভিযোজনের জন্য উত্থাপিত হবে তার মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকবে:

ক. বিষয়টি ব্যবহারিক তথা মানুষের ইবাদত, আর্থিক লেনদেন, সামাজিক, রাজনৈতিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় হবে।

খ. এমন বিষয় যার শর'য়ী বিধান উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। অর্থাৎ উক্ত বিষয়ের বিধানে কোন নস, ইজমা' বা পূর্বের ইজতিহাদ না থাকা। কেননা কোন বিষয়ের বিধানে কুরআন ও সুন্নাহর নস থাকলে সে ব্যাপারে পুনরায় গবেষণার কোন অবকাশ নেই। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর অসংখ্য দলীল রয়েছে।

গ. বিষয়টি একাধারে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক হওয়া।

ঘ. এমন বিষয় হওয়া, যা সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত অথবা যুগের বিবর্তনে যার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হয়েছে।

রূপায়ণের প্রক্রিয়া

নতুন বিষয় অনুধাবন ও তার যথাযথ রূপায়ণের জন্য অভিযোজনকারীকে যেসব প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয় তা নিম্নরূপ:

ক. আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা। ইমাম ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেন:

> যখন মুফতীর কাছে কোন নতুন মাসআলা আসবে, তাঁর উচিত নম্রচিত্তে প্রকৃত সত্যের ইলহামদাতা, কল্যাণের সর্বজ্ঞানী ও অন্তরের প্রশান্তকারীর কাছে সাহায্য কামনা করা, যেন তিনি সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেন।[৪২]

৪২. আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আবী বকর ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, *ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন 'আন রাব্বিল আলামীন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি., খ. ২, পৃ. ২৮১

খ. নতুন বিষয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সব তথ্য সংগ্রহ করা। বিশেষত এর প্রকৃত তত্ত্ব, উৎপত্তি, প্রকারভেদ, উদ্দেশ্য, কর্মকৌশল ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে।

গ. অভিজ্ঞ জনের সাথে পরামর্শ করা। নতুন বিষয় বা প্রডাক্ট সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞ তাদের সাথে পরামর্শ করে এর ব্যবহার প্রক্রিয়া, কর্মকৌশল ও প্রভাব অবগত হওয়া।

ঘ. নতুন বিষয়টির অনুষঙ্গ একক নাকি নানামুখী তা সহ এর লেনদেনের শর্তসমূহ অবহিত হওয়া। বিষয়টির অনুষঙ্গ নানামুখি হলে প্রত্যেক অনুষঙ্গ পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ করা।

ঙ. নতুন বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণের কারণ ও এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জানা। যাতে পরবর্তীতে সমজাতীয় বিষয়ের সাথে তুলনা করতে সহজ হয়।

দুই : সমজাতীয় বিষয় অনুসন্ধান

শরী'আহ অভিযোজনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ নতুন বিষয়ের সাথে পূর্বের সমজাতীয় যে বিষয়ের কুরআন, সুন্নাহ বা শরী'আতের অন্য দলিলের ভিত্তিতে বিধান সাব্যস্ত হয়েছে তার তুলনা করা। যার সাথে নতুন বিষয়ের তুলনা করা হবে পূর্বের শর'য়ী বিধান সম্বলিত সে বিষয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনায় আনতে হবে:

ক. সমজাতীয় যে বিষয়ের সাথে নতুন বিষয়ের তুলনা করা হবে তার বিধান অবশ্যই শুদ্ধ পন্থায় সাব্যস্ত হতে হবে। চাই উক্ত বিধান কুরআন, হাদীস, ইজমা', সামগ্রিক নীতিমালা বা বিশেষ ইজতিহাদের মাধ্যমেই উদ্ভাবিত হোক।

খ. পূর্বের যে বিষয়ের সাথে তুলনা করা হবে তা ভালভাবে অধ্যয়ন করা।

গ. পূর্বের বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহর নস বিরোধী না হওয়া।

ঘ. পূর্বের বিধানটি রহিত হওয়া বিধানের অন্তর্গত না হওয়া।

ঙ. পূর্বের বিধানটি যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া।

চ. পূর্বের বিধানটির মধ্যে শরী'আত প্রণেতার উদ্দেশ্য (المقاصد الشرعية) স্পষ্ট থাকা।

তিন : শর'য়ী দিকসমূহ বিশ্লেষণ ও তুলনা

অভিযোজনের তৃতীয় পর্যায়ে নতুন বিষয়ের বিভিন্ন দিকের শর'য়ী বিশ্লেষণ ও তার সাথে পূর্বের বিধানের তুলনা করতে হয়। এ পরিসরে অভিযোজনকারীর করণীয় নিম্নরূপ:

ক. নতুন বিষয় ও শর'য়ী বিধান সম্বলিত পূর্বের বিষয়ের বিভিন্ন মৌলিক দিকের মধ্যে সাদৃশ্য নিরূপণ।

খ. উভয়ের মধ্যকার কার্যকারণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন।

গ. নতুন বিষয়ের মাকাসিদুশ শরী'আহ নির্ণয়।

ঘ. কর্মের ভবিষ্যত প্রভাব বা পরিণাম (مآلات الأفعال) চিন্তায় নিয়ে আসা, যেন তা মানবকল্যাণ বিরোধী না হয়। এ পরিসরে অভিযোজনকারীকে দূরদর্শী চিন্তার

অধিকারী হতে হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে নতুন বিষয়ের বিধান মানুষের জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে তা ভাবতে হয়। বিশেষ করে এক্ষেত্রে তাকে ইসতিহসান, মাসালিহ মুরসালাহ, সাদ্দুয যারাই' ইত্যাদি মূলনীতি বিবেচনায় আনতে হয়।

চার : বিধান উদ্ভাবন

শরী'আহ অভিযোজনের সর্বশেষ পর্যায়ে নতুন বিষয়ের বিধান উদ্ভাবন করতে হয়। শরী'আহ অভিযোজনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করে এ বিধান উদ্ভাবন করা হয়। পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ:

ক. কুরআন ও সুন্নাহর নসের ভিত্তিতে অভিযোজন। যদি নতুন বিষয়ের বিধানের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহর কোন বর্ণনা পাওয়া যায়, তবে সে বিধান ভিন্ন অন্য কোন বিধান নির্ধারণ করা অগ্রাহ্য।

খ. কুরআন সুন্নাহর কোন বর্ণনা পাওয়া না গেলে ইজমা'র ভিত্তিতে অভিযোজন।

গ. ফিকহী কায়িদার ভিত্তিতে অভিযোজন।

ঘ. তাখরীজে ফিকহী তথা সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলার ভিত্তিতে অভিযোজন।

ঙ. জনকল্যাণ (مصالح مرسلة) বাস্তবায়ন ও অন্যায় উদ্রেককারী কার্যাবলি (سد الـذرائع) পরিত্যাগের বিবেচনায় অভিযোজন।[৪৩]

অভিযোজনের ভুল পদ্ধতি

অভিযোজনকারী কোন কারণে নতুন বিষয়ের যথার্থ রূপায়ণ না করে বা ভুল পদ্ধতিতে অভিযোজন করলে সঠিক বিধান নিরূপণ সম্ভব হয় না। অতএব, অভিযোজনকারীকে এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হয়, যাতে তিনি কোন প্রকার ভুল পদ্ধতি গ্রহণ না করেন। নিম্নে অভিযোজনের ক্ষেত্রে যেসব ভুল পদ্ধতি গ্রহণ করার সম্ভাবনা থাকে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

এক : নুতুন বিষয়ের অভিযোজন ও বিধান নির্গমণে দ্রুততার আশ্রয় নেয়া

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভুল অভিযোজন ও বিধান উদ্ভাবনে তাড়াহুড়া করা। এজন্য পর্যাপ্ত সময় নিয়ে শরী'আহ অভিযোজন করা বাঞ্ছনীয়। ইমাম ইব্ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন,

৪৩. আব্দুল্লাহ ইব্ন ইবরাহীম আল-মূসা, "আত্-তাকঈফুল ফিকহী ওয়া তাতবীকাতুহুল মু'আসিরাহ", রিয়াদ : ইমাম মুহাম্মদ ইব্ন সা'উদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, *নাহউ মানহাজ ইলমী আসীল লিদিরাসাতিল কাদায়া আল-ফিকহিয়্যাহ আল-মু'আসিরাহ* শীর্ষক কনফারেন্স বিবরণী, ২৭-২৮ এপ্রিল, ২০১০খ্রি., পৃ. ১৩৩২-১৩৪৪; শিব্বীর, আত-তাকঈফুল ফিকহী, পৃ. ৬৩-১১৫

পূর্বসূরী তথা সাহাবী ও তাবি'য়ীগণ ফাতওয়া দেয়ার ক্ষেত্রে ত্বরা প্রবণতাকে অপছন্দ করতেন। তারা একে অপর থেকে পর্যাপ্ত সময় নিতেন। যখন তাঁদের ইজতিহাদ পূর্ণতায় পৌঁছাতো অর্থাৎ কুরআন, সুন্নাহ ও খুলাফায়ে রাশিদুনের অভিমতের ভিত্তিতে বিধান উদ্ভাবনের কাজ সম্পন্ন করতেন, তখনই কেবল উক্ত বিষয়ে ফাতওয়া প্রদান করতেন।[৪৪]

দুই : নতুন বিষয়কে খণ্ডিত অভিযোজন করা

নতুন বিষয়কে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশের পৃথক পৃথক অভিযোজন করে বিধান নির্ধারণ করা অভিযোজনের একটি ভুল প্রক্রিয়া। এজন্য যে বিষয়ের অভিযোজন করা হবে তাকে একটি বিষয় ধরেই অভিযোজন করতে হবে। যেমন "ইজারা মুনতাহিয়্যাহ বিত তামলীক" (إجارة منتهية بالتمليك/Hire Purchase under Shirkatul Melk -HPSM) প্রডাক্টটি ক্রয়-বিক্রয় (بيع), ভাড়া (إجارة) ও উপহার (هبة) এ তিনটি শর'য়ী চুক্তির সমন্বয়ে গঠিত। পৃথকভাবে দেখলে এ তিনটি চুক্তিই সর্বসম্মতভাবে বৈধ। অতএব, পৃথকভাবে নয় বরং প্রডাক্টের কর্মকৌশল জেনে একক বিধান সাব্যস্ত করতে হবে।[৪৫]

তিন : অভিযোজনের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও পার্থিব স্বার্থকে বিবেচনায় আনা

প্রবৃত্তির চাহিদা ও দুনিয়ার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অভিযোজন করা এ পরিসরে সবচেয়ে মারাত্মক ভুল। নিজের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংরক্ষণ, অধিক মুনাফা অর্জন, জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কনভেনশনাল প্রডাক্টকে যথাযথ রেখে তাকে শরী'আতসম্মত করার প্রবণতা ইসলামী শরী'আহকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর। মহান আল্লাহ এ শ্রেণির মানুষের নিন্দা করে বলেন:

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾

অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তা হলে জানবে তারা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? আল্লাহ জালিম সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।[৪৬]

চার : ফকীহগণের পরিভাষা অনুধাবন না করা

শর'য়ী বিধানের মর্যাদা বর্ণনার ক্ষেত্রে ফকীহগণের বিভিন্ন পরিভাষা রয়েছে, যার কিছু পরিভাষার ব্যাপারে তাঁরা একমত হয়েছেন। আবার কিছু পরিভাষার ব্যাপারে তাঁদের

৪৪. আল-জাওযিয়্যাহ, *ইলামুল মুয়াক্কিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ২৭

৪৫. আব্দুল্লাহ ইবন ইবরাহীম আল-মূসা, "আত্-তাকঈফুল ফিকহী", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪৯

৪৬. আল-কুরআন, ২৮ : ৫০

মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একই পরিভাষা কোন এক মাযহাবে যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অন্য মাযহাবে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন الكراهة (মাকরূহ) শব্দ দ্বারা কেউ কেউ হারাম অর্থ নিয়েছেন, আবার কেউ কেউ অপছন্দনীয় অর্থ নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ নাবালেগ ছেলেদের স্বর্ণ ও রেশম পরিধান সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হি.) ও সাহিবাইন[৪৭] বলেন: يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير নাবালেগ ছেলেদের স্বর্ণ ও রেশম পরিধান অপছন্দনীয় করা হয়েছে। অপছন্দনীয় অর্থ হারাম, ফলে হানাফী মাযহাবে নাবালেগ ছেলেদেরও স্বর্ণ এবং রেশম হারাম। পূর্বসূরী আলিমগণ الكراهة পরিভাষাটি হারাম অর্থে ব্যবহার করতেন। পক্ষান্তরে উত্তরসূরী আলিমগণ একে যেসব বিষয় হারাম নয়, তবে বর্জনীয় তা বুঝানোর জন্য ব্যবহার করেন।[৪৮] অতএব, এসব পরিভাষার ব্যবহার বিধি ভালভাবে অবগত না হয়ে শরী'আহ অভিযোজন করলে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

পাঁচ : অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত, নির্ভরযোগ্য ও মাযহাবে গৃহীত মতামত না জানা

মাযহাবী ফিকহের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত (راجح), নির্ভরযোগ্য (معتمد) ও মাযহাবে গৃহীত মতামত (مفتى به) ইত্যাদি পরিভাষা অতি গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে শরী'আহ অভিযোজনের ক্ষেত্রেও এগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। কেননা অভিযোজনকারী অজ্ঞতাবশত মাযহাবের কোন একটি মতকে উক্ত মাযহাবের গৃহীত মত মনে করতে পারেন, অথচ উক্ত মত মাযহাবে অগৃহীতও হতে পারে। এটা স্বীকৃত যে, ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফিয়ী (১৫০-২০৪ হি.)-এর সব উক্তিই মাযহাবী অভিমত হিসেবে গৃহীত হয়নি।

ইমাম ইব্ন নুজাইম (মৃ. ৯৭০ হি.) 'অধিক পানি' (الماء الكثير) এর পরিমাণ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের সহীহ ও গৃহীত মত বর্ণনা করে বলেন, জহীরুদ্দীনের (মৃ. ৬১৯) অনুসারীদের দৃষ্টিতে এর পরিমাণ ৩৬ কাইল। এ অভিমত সহীহ হলেও যে মতের উপর ফাতওয়া তা হলো ৪৬ কাইল।"[৪৯] অতএব, অভিযোজনকারীকে নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রত্যেক মাযহাবের বিভিন্ন অভিমত জানা প্রয়োজন। সম্ভব না হলে কমপক্ষে মাযহাবে গৃহীত মতটি নিশ্চিত হওয়া আবশ্যক।

---

৪৭. ইমাম আবূ হানীফার দুই ছাত্র ইমাম আবূ ইউসুফ (৭৩১-৭৯৮ খ্রি.) ও ইমাম মুহাম্মাদ আশ-শায়বানী (৭৪৯-৮০৪খ্রি.) কে একত্রে সাহিবাইন বলা হয়।

৪৮. আল-জাওযিয়্যাহ, *ইলামুল মু'আক্কিয়ীন*, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৩২

৪৯. যায়নুদ্দীন ইব্ন ইবরাহীম ইব্ন নুজাইম, *আল-বাহরুর রায়িক শরহ কানযুদ দাকায়িক*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হি./১৯৯৭ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৬১

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন : ব্যাংক কার্ড

ফাইন্যান্সিয়াল নেটওয়ার্কের বিস্তৃতির সাথে সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনের (Automated Teller Machine- ATM) মাধ্যমে আর্থিক লেনদেনের সিস্টেম চালু করেছে বিশেষ এক কার্ড ইস্যুর মাধ্যমে। এই ব্যাংক কার্ড বর্তমান সময়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের এক জনবহুল লেনদেন মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত, যা প্লাস্টিক মানি নামে সমধিক পরিচিত। কেননা এই কার্ডের মাধ্যমে মানুষ চুরি বা হারানোর আশঙ্কাকে ঝেড়ে ফেলে নিরাপদে তার ব্যাংকিং স্থিতি (Balance) বহন করতে পারে অনায়াসে, পণ্য ক্রয়, নগদ অর্থ উত্তোলন, বিভিন্ন ফিস পরিশোধ, বিদেশী মুদ্রায় রূপান্তর, ঋণ গ্রহণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধান করতে পারে। অদূর ভবিষ্যতে হয়তোবা এটি নগদ অর্থের স্থান দখল করে নেবে। মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠ এ কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজন নিয়ে আলোচনাই হবে এ অংশের মূল প্রতিপাদ্য।

আলোচনার সুবিধার্থে ***"আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড"*** ও ***"আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি"*** কাল্পনিক নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যাংক কার্ড বা এটিএম কার্ড

এটি একটি প্লাস্টিক কার্ড, যার গায়ে পৃষ্ঠপোষক সংস্থা, তার স্থানীয় প্রতিনিধি ও গ্রাহকের নাম, তার হিসাব নং, ইস্যু ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ খোদাই করা থাকে। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের সাথে এই চুক্তির আলোকে এটি ইস্যু করে থাকে যে, তিনি এর মাধ্যমে পণ্য বা সেবা ক্রয় ও নগদ অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন, অতঃপর ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার মূল্য অথবা নগদ উত্তোলিত অর্থ গ্রাহকের স্থিতি থেকে উভয়ের ঐকমত্য চুক্তির আলোকে কর্তন করবেন।

ব্যাংক কার্ডের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ব্যাংক নিজস্ব পলিসি অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকে। তবে ব্যাংক কার্ডকে নিম্নোক্ত প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১. ডেবিট কার্ড (Debit Card)
২. চার্জ কার্ড (Charge Card)
৩. ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ :

১. ডেবিট কার্ড (Debit Card)

এ কার্ডকে ভিসা ইলেক্ট্রোন কার্ড, মানি ড্র কার্ড, সিটি কার্ড ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। যা শুধুমাত্র গ্রাহকের একাউন্টের স্থিতি থেকে নগদ অর্থ উত্তোলন ও ক্রয়কৃত পণ্য দ্রব্যের মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

ডেবিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এটি ব্যাংকের সেই সব গ্রাহকদের জন্য ইস্যু করা হয়, যাদের উক্ত ব্যাংকে একাউন্ট রয়েছে।

খ) এটি নগদ অর্থ বহন করার সুবিধা সম্বলিত, যা অর্থ হারানো বা চুরি হওয়ার মত ঝুঁকি কমায়।

গ) এটি ব্যবহার করার সাথে সাথে গ্রাহকের হিসাব থেকে ব্যবহৃত অর্থ কর্তন করা হয়, যদি তার স্থিতি না থাকে তবে এ কার্ড অতিরিক্ত কোন অর্থের আঞ্জাম দিতে পারে না।

ঘ) সাধারণত এর ব্যবহারের জন্য গ্রাহক থেকে কোন অতিরিক্ত চার্জ কাটা হয় না। তবে ভিন দেশী মুদ্রা বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের মেশিনে ব্যবহার করে কোন লেনদেন সম্পাদন করলে সে ক্ষেত্রে চার্জ প্রদেয় হয়।

ঙ) গ্রাহকের ব্যক্তিগত হিসাব সম্পর্কিত তথ্য অবগত হওয়ার জন্যও এ কার্ড ব্যবহৃত হয় যেমন- গ্রাহকের হিসাবের স্থিতি, সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত হিসাব বিবরণী, হিসাব থেকে কর্তন বা সংযোজন ইত্যাদি।

চ) এ কার্ড যৎসামান্য ফি দিয়ে বা বিনা মূল্যে ইস্যু করা হয়।

ছ) কোন কোন ব্যাংক এই কার্ডের মাধ্যমে ক্রয়কৃত পণ্যের বিক্রেতা কোম্পানি থেকে মোট মূল্যের উপর একটি কমিশন গ্রহণ করে।[৫০]

২. চার্জ কার্ড (Charge Card)

যে কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক তার গ্রাহককে স্বল্প পরিসরে ঋণ প্রদান করে থাকে, যা ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে চুক্তিকৃত নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পরিশোধ করতে হয়। এ ক্ষেত্রে কার্ড ধারকের হিসাবে স্থিতি থাকার প্রয়োজন পড়ে না। তবে পরিশোধে বিলম্ব করলে নির্ধারিত হারে বাড়তি সুদ প্রদান করতে হয়।

চার্জ কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এটি নির্ধারিত সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যম। একইভাবে এটি অর্থ পরিশোধের মাধ্যমও।

খ) এটি পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও নগদ অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৫০. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ* (শরীআহ মানদণ্ড), বাহরাইন : হাইয়্যাতুল মুহাসাবাহ ওয়াল মুরাজা'আহ লিল মুআস্সাসাতিল মালিয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ, ২০০৭, মানদণ্ড : ২, পৃ. ১৮; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, "বাহছুন আন বিতাকাতিল ই'তিমানিল মাসরাফিয়্যাহ ওয়াত তাকঈফিহাশ শর'য়ী আল-মা'মুল বিহি ফী বাইতিত তামুয়ীল আল-কুয়িতী", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা ৭, খ. ১, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৪৪৮-৪৪৯

গ) কার্ডটি তার বাহককে নতুন কোন ঋণ সুবিধা প্রদান করে না, কেননা এটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পণ্যের মূল্য পরিশোধের জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঘ) যদি কার্ডের ধারক তার উপর অর্পিত অর্থ অনুমোদিত সময়ের মধ্যে দিতে বিলম্ব করে তবে তার উপর সুদ আসতে থাকে।

ঙ) ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ডের ধারক থেকে কোন কমিশন গ্রহণ করে না, কিন্তু কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন গ্রহণ করে।

চ) এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন হওয়ায় ব্যাংক বিক্রেতাকে পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে।

ছ) কার্ড ধারকের জন্য প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার একান্ত ও প্রত্যক্ষ অধিকার কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে। এ অধিকার কার্ডের ধারক ও ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৫১]

৩. ক্রেডিট কার্ড (Credit Card)

যে কার্ড ব্যাংক তার গ্রাহককে এই শর্তে ইস্যু করে যে, এর মাধ্যমে তিনি একটি গণ্ডির মধ্যে নগদ অর্থ উত্তোলন ও পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে পারবেন। ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থ কিস্তি সুবিধার মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারবেন এবং বাড়তি সুদ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন। বর্তমান বিশ্বে এ কার্ডের প্রচলন বেশী। এ কার্ড আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে :

১. সিলভার কার্ড বা সাধারণ কার্ড : যে কার্ডে ঋণ গ্রহণের একটি সর্বোচ্চ সীমা থাকে।

২. গোল্ডেন কার্ড বা এক্সিলেন্ট কার্ড : এই কার্ডে ঋণ প্রদানের কোন সীমা থাকে না, যেমন- আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড, যা একটি নির্দিষ্ট ফি প্রদানের ভিত্তিতে ধনীদের জন্য ইস্যু করা হয়।

৩. প্লাটিনাম কার্ড : এটি গ্রাহকের অর্থনৈতিক অবস্থানের আলোকে বিভিন্ন ধরন ও বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে। এই কার্ড স্বল্প ঋণ, বৃহৎ ঋণ, দুর্ঘটনা বীমা, বিভিন্ন হোটেলে ডিসকাউন্ট, গাড়ী ভাড়া করা, কোন কমিশন ছাড়া ট্যুরিস্ট চেক ইত্যাদি প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা প্রদান করে।

৫১. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ*, মানদণ্ড : ২, পৃ. ১৮-১৯

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ধরণের ক্রেডিট কার্ড পাওয়া যায়। তার মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল, ভিসা কার্ড (Visa Card), মাস্টার কার্ড (Master Card), আমেরিকান এক্সপ্রেস কার্ড (American Express Card), ডাইনারস্ ক্লাব কার্ড (Diners Club Card) ইত্যাদি।

ক্রেডিট কার্ডের বৈশিষ্ট্য

ক) এ কার্ড নির্ধারিত সময়ের জন্য নতুন নতুন পরিমাণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যম। একইভাবে এটি পরিশোধের মাধ্যমও।

খ) এটি পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধ ও অনুমোদিত ক্ষেত্রে নগদ অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ) পণ্য ক্রয় বা কোন সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ কার্ডের বাহক নির্দিষ্ট মেয়াদের মধ্যে কোন প্রকার বাড়তি ছাড়া তার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে। বাড়তি সহকারে নির্দিষ্ট একটি মেয়াদের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করারও অনুমতি রয়েছে।

ঘ) ব্যাংক ক্রয়কৃত পণ্য বা সেবার বিপরীতে কার্ডের ধারক থেকে কোন কমিশন গ্রহণ করে না, কিন্তু কার্ডের মাধ্যমে পণ্য বা সেবা বিক্রেতা থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কমিশন গ্রহণ করে।

ঙ) এই কার্ডের কারণে ব্যাংক বিক্রেতাকে পণ্য বা সেবার মূল্য বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য থাকে। আর এই বাধ্যবাধকতা কার্ড ধারক কর্তৃক কার্ড ব্যবহারের কারণে নয় বরং পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধের বিষয়ে প্রত্যক্ষ বাধ্যবাধকতা।

চ) কার্ড ধারকের জন্য প্রদত্ত অর্থ ফেরত নেয়ার বিশেষ ও প্রত্যক্ষ অধিকার কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে। এ অধিকার কার্ডের ধারক ও ব্যবহারকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির আলোকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৫২]

ব্যাংকিং কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক

ব্যাংকিং কার্ডের ব্যবহার ও এ সংশ্লিষ্ট সেবা থেকে উপকৃত হওয়ার অন্তরালে কয়েকটি পক্ষ ও তাদের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়।

[৫২] সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ*, মানদণ্ড : ২, পৃ. ১৯

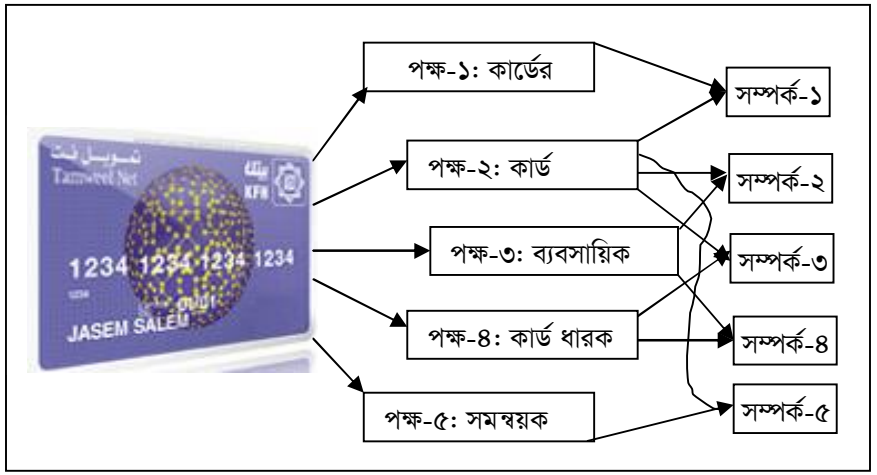

চিত্র-১: ব্যাংকিং কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষ ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক।[৫৩]

পক্ষ-১: ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক কোম্পানি বা সংস্থা। এটি সাধারণত ভিসা, মাস্টার কার্ড এ জাতীয় আর্ন্তজাতিক কোম্পানি হয়ে থাকে।

পক্ষ-২: কার্ডের পৃষ্ঠপোষকের স্থানীয় প্রতিনিধি অর্থাৎ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক বা প্রতিষ্ঠান যা তার গ্রাহকদের জন্য এ জাতীয় ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকে। অত্র প্রবন্ধে যা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" নামে পরিচিত।

পক্ষ-৩: ব্যবসায়িক বা ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান (আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি) যা পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানান্তে এ.টি.এম. এর মাধ্যমে অর্থ গ্রহণ করে থাকে। এটি মূলত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, যাকে (কার্ডের মাধ্যমে বিক্রয় প্রতিনিধি) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এ প্রতিষ্ঠান কার্ড ইস্যুকারীর সাথে এই কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন করার বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকে।

পক্ষ-৪: কার্ডের ধারক, তিনি মূলত ব্যাংক বা কোম্পানির একজন গ্রাহক এবং তার জন্য উক্ত প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সুবিধা সংযুক্ত ব্যাংক কার্ড ইস্যু করে থাকেন।[৫৪]

[৫৩] নিজস্ব চিত্রায়ন।

[৫৪] আব্দুস সাত্তার আবূ গুদ্দাহ, "বিতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকঈফুহাশ শর'য়ী", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা : ৭, খ. ১, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৩৬০; মুহাম্মদ আলী আল-ক্বারঈ, "বিতাকাতুল ইতিমান", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা : ৭, খ. ১, ১৯৯২ খ্রি., পৃ. ৩৭৮; হাসান আল-

পক্ষ-৫: কেউ কেউ সমন্বয়কারীর আরও একটি পক্ষ বৃদ্ধি করেছেন; যে কার্ডের মাধ্যমে লেনদেন হওয়া বিল পরিশোধের বিষয়ে ব্যবসায়ী ও ব্যাংক কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে।[৫৫]

পক্ষসমূহের মধ্যকার পারস্পারিক সম্পর্ক

উক্ত পাঁচ পক্ষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সম্পর্ক তৈরি হয়, যেমন-

সম্পর্ক-১: ব্যাংক কার্ডের পৃষ্ঠপোষক সংস্থা (পক্ষ-১) ও মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ চলমান প্রবন্ধে "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-২: মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) ও পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানি বা "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" (পক্ষ-৩) এর মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৩: মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) ও কার্ডের ধারকের (পক্ষ-৪) মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৪: পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানি অর্থাৎ "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" (পক্ষ-৩) ও কার্ড ধারকের (পক্ষ-৪) মধ্যকার সম্পর্ক।

সম্পর্ক-৫: ব্যবসায়ী ব্যাংক (পক্ষ-৫) ও কার্ড ইস্যুকারী মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" (পক্ষ-২) এর মধ্যকার সম্পর্ক।

ব্যাংক কার্ড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

প্রথমত : পক্ষ ১ ও পক্ষ ২ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

কার্ডের পৃষ্ঠপোষক ও মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড) এর মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক "প্রতিনিধিত্বের চুক্তি" (الوكالة) হতে পারে। কেননা কার্ডের পৃষ্ঠপোষক আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেডকে নিজ নামে তার প্রতিনিধি হিসেবে এই কার্ড ইস্যু করা, গ্রাহক থেকে এর বিনিময়ে ফিস নেয়ার জন্য প্রতিনিধি বানিয়েছে। আর এই প্রতিনিধিত্ব করার কারণে ব্যাংক নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক গ্রহণ করে থাকে।

জাওয়াহিরী, "বিতাকাতুল ইতিমান", *মাজাল্লাহ মাজমা'উল ফিকহিল ইসলামী*, মক্কা আল-মুকাররামাহ, সংখ্যা : ৮, খ. ২, ১৯৯৪ খ্রি., পৃ. ৬০৮

৫৫. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, "বাহছুন আন বিতাকাতিল ই'তিমানিল মাসরাফিয়্যাহ...", প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৪

দ্বিতীয়ত : পক্ষ ২ ও পক্ষ ৩ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

এ জাতীয় সম্পর্কের মধ্যে ওকালাহ (প্রতিনিধিত্ব) ও কাফালাহ (জামিন) দুটি ফিকহী পরিভাষা বর্তমান রয়েছে। একদিক থেকে দেখা যায় কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠান বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" এজেন্ট ও বাণিজ্যিক কোম্পানি বা "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" গ্রাহক থেকে অর্থ গ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" গ্রাহকের ঋণের বিষয়ে কফিল (জামিনদার) আর "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" মাকফুল (যার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে)।

তৃতীয়ত : পক্ষ ২ ও পক্ষ ৪ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

মধ্যস্থতাকারী স্থানীয় ব্যাংক অর্থাৎ এ প্রবন্ধে "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তির সম্পর্ক নিয়ে বর্তমান সময়ের ফিকহ বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাদের মতামতকে তিনভাগে ভাগ করা যায় এভাবে:

প্রথম মত : মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো কর্য (القرض) ও গ্যারান্টির (ضمان) সম্পর্ক। কেননা কার্ডের ধারক কোন পণ্য বা সেবা ক্রয় করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সে ব্যাংক থেকে কর্জ গ্রহণ করে, তখন পণ্য বা সেবার মূল্য তার ঋণ হিসেবে পরিগণিত হয় যা সে পরবর্তীতে পরিশোধ করে। এই ঋণের ভিত্তিতে ব্যাংক কার্ড বাহকের এ অর্থ ব্যবসায়ীকে প্রদান করার গ্যারান্টি প্রদান করে। একইভাবে ব্যাংক কার্ড সংক্রান্ত নীতিমালার অধিকাংশ শর্ত-শরায়েত ইসলামী শরীয়াতের গ্যারান্টি চুক্তি ও তার শর্তাবলির অর্ন্তভুক্ত এবং ব্যাংক কার্ড ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তিত চার্জ গ্যারান্টির বিনিময় হিসেবে বিবেচ্য।[৫৬] আর ব্যবহারের পূর্বে অর্থাৎ যদি কার্ড বাহকের উপর কোন ঋণ সাব্যস্ত না হয় তাকে ফকিহগণের পরিভাষায় বলা হয় 'এমন গ্যারান্টি যা এখনও সাব্যস্ত হয়নি' জমহুর আলিমগণ এটাকে বৈধ বলেছেন।[৫৭]

দ্বিতীয় মত : মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো ওকালা (প্রতিনিধিত্ব)। কেননা ব্যাংক এই কার্ডের চুক্তিপত্রের ভিত্তিতে গ্রাহকের হিসাব থেকে পণ্য বা সেবার মূল্য পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ। অথবা ব্যাংকের নিজেস্ব ফান্ড থেকে ক্রয় করে কাস্টমারকে প্রদান করে এবং পরবর্তীতে কাস্টমারের ব্যাংক কার্ড থেকে কর্তন করে। অতএব, এ

---

৫৬. আল-ক্বারঈ, "বিতাকাতুল ই'তিমান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৯-৩৯০

৫৭. মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হাত্তাব আল-মাগারবী, *মাওয়াহিব আল-জলীল শরহে মুখতাসার খলীল*, বৈরুত : দারুল ফিকর, ২য় প্রকাশ-১৪১২ হি., খ. ৫, পৃ. ৯৯; মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-ফুতুহী, *মুনতাহা আল-ইদারাত*, বৈরুত : দারু আলামিল কুতুব, সনবিহীন, খ. ২, পৃ. ২৪৮

ক্ষেত্রে ব্যাংক ওকীল বা প্রতিনিধি এবং কাস্টমার প্রতিনিধি নিয়োগকারী। ব্যাংক এই প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে ক্রয়কৃত মালের মূল্যের শতকরা হিসেবে অথবা যৎসামান্য একটি পারিশ্রমিক গ্রহণ করে আর ওকালা বা প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ কোন প্রকার মতপার্থক্য ছাড়াই বৈধ।[৫৮]

তৃতীয় মত : মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক বা "আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড" ও ব্যাংক কার্ডের ধারকের মধ্যকার চুক্তিকৃত সম্পর্ক হলো ওকালা (প্রতিনিধিত্ব), কর্য, কাফালা (জামিন হওয়া) ও গ্যারান্টির সম্পর্ক। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক কাষ্টমারের পক্ষ থেকে ব্যবসায়ীকে ঋণের অর্থ পরিশোধের প্রতিনিধি। অন্যদিকে যখন ব্যবসায়ী কাস্টমার থেকে অনাদায়ী অর্থ সংগ্রহের জন্য কাস্টমারের স্বাক্ষর সম্বলিত এ.টি.এম. মেশিনের রিসিভ কপি নিয়ে ব্যাংকে যায়, তখন ব্যাংক সাথে সাথে তার প্রাপ্য পরিশোধ করে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে এর মধ্যে কর্যে হাসানার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থেকে যায়। একইভাবে এর অভ্যন্তরে কীফালাহ ও গ্যারান্টির বিষয়ও নিহিত। কেননা ব্যবসায়ী থেকে পণ্য বা সেবা খরিদ করার বিনিময়ে গ্রাহকের কাছে প্রাপ্য অর্থের ব্যাপারে জামানাত ও গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে।[৫৯] বর্তমান যুগের ওলামায়ে কেরামের মতামতের ভিত্তিতে বলা যায়, মধ্যস্থতাকারী ব্যাংক ও কার্ডের বাহকের মধ্যে এক চুক্তিতে বিভিন্ন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়; প্রকৃতপক্ষে এর মধ্যে ওকালা, কর্যে হাসানা, কাফালাহ ও গ্যারান্টির সম্পর্ক বিদ্যমান।

চতুর্থত : পক্ষ ৩ পক্ষ ৪ এর মধ্যকার সম্পর্কের ফিকহী বিশ্লেষণ

পণ্য বিক্রয় বা সেবা প্রদানকারী ব্যাংকিং বা বাণিজ্যিক কোম্পানি অর্থাৎ "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি" ও কার্ড ধারকের মধ্যে দুটি সম্পর্কের যে কোন একটি থেকে মুক্ত নয়। তাদের মধ্যে ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্পর্ক হতে পারে এ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কোম্পানি হবেন বিক্রেতা ও কার্ডধারী হবেন ক্রেতা আর তাদের মধ্যকার বেচাকেনা সম্পাদিত হবে ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে। অথবা তাদের মধ্যে ভাড়া ও উপকার হাসিলের সম্পর্কও হতে পারে, যেমন- গাড়ী ও হোটেল ভাড়া করা ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী হবেন সেবার মালিক আর কার্ডধারী হবেন উপকার গ্রহীতা এবং তাদের মধ্যকার লেনদেন ব্যাংক কার্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।[৬০]

৫৮. আল-জাওয়াহেরী, "বিতাকাতুল ইতিমান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০৭

৫৯. আবূ গুদ্দাহ, "বিতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকঈফুহাশ শর'য়ী", প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭৫

৬০. ফাহাদ আল-রশীদী, *লেকচার অন ব্যাংকিং ট্রানজেকশনস ল*, ইসলামিক ফাইন্যান্স বিভাগ, কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়, তারিখ: ২৮/০৫/২০০৮

বিভিন্ন প্রকার কার্ডের শরয়ী বিধান

ইসলামী ব্যাংকের জন্য বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক কার্ড ইস্যুর বিধান ও শর্তাবলি নিম্নরূপ:

১. গ্রাহকের স্থিতি থেকে অর্থ উত্তোলনের জন্য ব্যাংক কার্ড ইস্যু করা বৈধ, তবে এর সাথে কোন প্রকার সুদী কারবার জড়িত থাকতে পারবে না।

২. কার্ড ধারকের কাছে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করতে বিলম্ব হলে তার উপর কোন সুদ নির্ধারণ করা যাবে না।

৩. যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ কার্ডের বিপরীতে গ্যারান্টি স্বরুপ বাহককে অনুত্তোলনযোগ্য কোন স্থিতি জমা রাখতে বাধ্য করে তবে এ অর্থ মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করতে হবে এবং নির্ধারিত হারে মুনাফা বণ্টন করতে হবে।

৪. আর্থিক প্রতিষ্ঠান কার্ড ধারককে এ মর্মে শর্ত প্রদান করবে যে, সে ইসলামী শরীয়াতে নিষিদ্ধ এমন কোন কাজে এই কার্ড ব্যবহার করতে পারবে না, করলে প্রতিষ্ঠান এ কার্ড বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

৫. ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদী কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের শর্তযুক্ত কোন কার্ড ইস্যু করা বৈধ নয়।[৬১]

আন্তর্জাতিক পরিসরে ব্যাংক কার্ডের ব্যবহার

উদাহরণ :

জনাব "ক" আল-আমিন ব্যাংক লিঃ এর এটিএম কার্ডধারক। উক্ত ব্যাংকের কোন এক শাখায় তার দেশীয় মুদ্রায় একাউন্ট রয়েছে। বিশেষ প্রয়োজনে তিনি আমেরিকা সফর করলেন এবং তার একাউন্ট থেকে আমেরিকার স্থানীয় মুদ্রা (ডলার) উত্তোলন করার জন্য স্থানীয় যে ব্যাংকের সাথে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির লেনদেন রয়েছে এমন ব্যাংকের (ধরা যাক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) ATM বুথে গেলেন। জনাব "ক" তার একাউন্ট থেকে ১০০ ডলার উত্তোলন করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার আল-আমিন ব্যাংকের হিসাব থেকে ৭০০০ টাকা (আনুমানিক) কর্তন হয়ে গেল। উত্তোলিত এই ১০০ ডলার আল-আমিন ব্যাংক আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানিকে (ভিসা, মাস্টার, আমেরিকান এক্সপ্রেস...) প্রদান করে। কেননা এই কোম্পানিই উভয় ব্যাংকের মধ্যস্থতাকারী। অতঃপর মধ্যস্থতাকারী কোম্পানি এ অর্থ আমেরিকার স্থানীয় ব্যাংককে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) পরিশোধ করে। এ ক্ষেত্রে আল-আমিন ব্যাংক তার কার্ডধারক জনাব 'ক' থেকে উত্তোলিত অর্থ ছাড়াও একটি নির্ধারিত অংক কমিশন হিসেবে গ্রহণ করে যা পরবর্তীতে সেবা গ্রহণের কারণে

৬১. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মা'আঈর আশ-শার'য়ীয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, মানদণ্ড : ২, পৃ. ২৪

আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানিকে দিতে হয়। আবার গ্রাহক যদি ডলার ছাড়া অন্য কোন মুদ্রা যেমন ইউরো, দিনার, দিরহাম... গ্রহণ করে তবে তার জন্য বাড়তি "এক্সচেঞ্জ ফি" প্রদান করতে হয়।[৬২]

উল্লিখিত ট্রানজেকশনের ফিকহী বিশ্লেষণ

এ জাতীয় লেনদেনের দুটি ফিকহী বিশ্লেষণ হতে পারে:

প্রথমত : কার্ডধারক আমেরিকান ব্যাংক থেকে যে অর্থ উত্তোলন করলেন তা তার ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক লিমিটেড) এর পক্ষে নেয়া ঋণ স্বরূপ। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রান্ত হয়েছে:

ক) যেহেতু কার্ডধারী তার ব্যাংকের পক্ষ থেকে আর্ন্তজাতিক ই-ব্যাংকিং সার্ভিসের অধিভুক্ত যে কোন ব্যাংক থেকে নগদ/ কর্জ গ্রহণের ক্ষমতাপ্রাপ্ত, সেহেতু তিনি সেই ক্ষমতা বলে উক্ত ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে উক্ত অর্থ কর্য হিসেবে তলব করেছেন এবং ব্যাংক তার আবেদন মঞ্জুর করেছে।

খ) এই ঋণের দায় কার্ড ইস্যুকারী তথা আল-আমিন ব্যাংকের উপর অতঃপর কার্ডধারীর উপর বর্তাবে। এ ক্ষেত্রে কার্ডধারক ব্যাংককে তার হিসাব থেকে উক্ত কর্য পরিশোধের অনুমতি প্রদান করেন।

গ) যেহেতু কর্য নেয়া হয়েছে স্থানীয় মুদ্রা তথা ডলারে সেহেতু কর্য পরিশোধও ডলারের মাধ্যমে করা বাঞ্ছনীয়। আর এই অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব কার্ড ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের (আল-আমিন ব্যাংকের) কিন্তু যদি কার্ডধারীর হিসাবটি বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব (Foreign Currency Account) না হয়ে স্থানীয় মুদ্রা হিসাবে (Local Currency Account) হয় এবং ব্যাংক উক্ত ঋণ ডলারে পরিশোধ করতে সম্মত হয় তবে সে ক্ষেত্রে মানি এক্সচেঞ্জের প্রশ্ন দেখা দেয়। তখন ব্যাংক জনাব 'ক' এর একাউন্ট থেকে ডলারের সমপরিমাণ টাকা ও তার সাথে মানি এক্সচেঞ্জের কারণে বিনিময় ফি (Exchange gain) গ্রহণ করে।

ঘ) আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির নেটওয়ার্ক এ ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে মাত্র। কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক থেকে ঋণের অর্থ ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) বরাবর পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

উক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রানজেকশনের বিধান

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এ ক্ষেত্রে আল-আমিন ব্যাংক ও তার গ্রাহকের মধ্যকার লেনদেনের সম্পর্ক ঋণ থেকে পরিবর্তিত হয়ে মুদ্রা বিনিময়ের

৬২. এক্সচেঞ্জ ফি'র হার বিভিন্ন হতে পারে।

পর্যায়ে চলে যায় আর ঋণ ভিন্ন ধর্মীয় পণ্যে (মুদ্রায়) পরিশোধ বৈধ হওয়ার জন্য ইসলামী শরীয়াতে দুটি শর্ত রয়েছে :

১. বিকল্প মুদ্রায় ঋণ পরিশোধের চুক্তির মজলিসে তথা উভয় পক্ষ একে অন্য থেকে আলাদা হওয়ার পূর্বে তা হস্তগত করা।

২. বিকল্প মুদ্রার হিসাব আজকের মূল্যে হতে হবে।[৬৩]

উপরোক্ত শর্ত দুটির দলীল

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বাকী' উপত্যকায় উট বিক্রয় করতাম। কোন কোন সময় দিনারের হিসেবে বিক্রয় করতাম কিন্তু গ্রহণ করতাম দিরহাম; আবার কোন কোন সময় দিরহামের হিসেবে বিক্রয় করতাম কিন্তু গ্রহণ করতাম দিনার। একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করতাম একটির পরিবর্তে অন্যটি দিতাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ স.-এর কাছে এলাম তিনি তখন (তাঁর স্ত্রী ও আমার বোন) হাফসার ঘরে ছিলেন, আমি বললাম. হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে একটি বিষয় জানতে আগ্রহী। আমি বাকী' উপত্যকায় উট বিক্রয় করি। কোন কোন সময় দিনারের হিসেবে বিক্রয় করি কিন্তু গ্রহণ করি দিরহাম; আবার কোন কোন সময় দিরহামের হিসেবে বিক্রয় করি কিন্তু গ্রহণ করি দিনার। একটির পরিবর্তে অন্যটি গ্রহণ করি একটির পরিবর্তে অন্যটি প্রদান করি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسَعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَىْءٌ

কোন অসুবিধা নেই, তবে (মুদ্রা বিনিময়ের ক্ষেত্রে) আজকের মূল্য গ্রহণ করবে। সম্পূর্ণ লেনদেন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পৃথক হবে না।[৬৪]

উক্ত দুটি শর্ত এই ট্রানজেকশনে পুরণ হয় কি?

প্রথম শর্তটি সম্পূর্ণ হয়। কেননা স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাৎক্ষণিক উক্ত ঋণের অর্থ কাস্টমারের হিসাব থেকে কর্তিত হয়ে ব্যাংকের হিসাবে জমা হয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয় শর্ত পুরণ হয় না। কেননা এ ক্ষেত্রে ব্যাংক কাস্টমার থেকে আজকের মূল্যের উপর বাড়তি এক্সচেঞ্জ ফি গ্রহণ করে এবং ATM ধারক ব্যাংকে তার একটি অংশ প্রদান করে।

এ জন্য আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি যে, এ দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতীয় লেনদেন বৈধ না হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:

৬৩. ইবনু তাইমিয়া, *মাজমু' ফাতওয়া শাইখুল ইসলাম ইবনি তাইমিয়া*, বিশ্লেষণ : আব্দুর রহমান বিন কাসেম, মাতবাআতে আল-নাহদা আল-হাদীসাহ, ১৪০৪ হি, খ. ২৯, পৃ. ৫১০

৬৪. হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, দারিমী, তহাভী, দারু-কুতনী, হাকিম, বায়হাকী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। দ্রষ্টব্য : ইমাম আবূ দাউদ, আস-সুনান, অধ্যায় : বু'য়ূ, পরিচ্ছেদ : ফী ইকতিদাউজ জাহবি মিনাল ওয়ারিকি, খ. ৩, পৃ. ৩৩৩, হাদীস নং ৩৩৫৪

কার্ডধারীর ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) তার গ্রাহকের হিসাব থেকে আজকের এক্সচেঞ্জ রেটের উপর যে বাড়তি কমিশন কর্তন করে তা সুদ হিসেবে গণ্য হবে। কেননা এ পরিসরে গ্রাহক বৈদেশিক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে গৃহীত অর্থ ও আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানির ফিস ছাড়া অন্য কিছু প্রদান করতে বাধ্য নন।

গ্রাহকের অর্থ থেকে যে অতিরিক্ত অর্থ কার্ড ইস্যুকারী ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) কর্তন করে আর তার একটি অংশ ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) গ্রহণ করে এটিও সুদের অর্ন্তভুক্ত। কেননা এটি প্রদত্ত ঋণের উপর গৃহীত বাড়তি স্বরূপ।[৬৫]

অতএব, যদি এ লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার বাড়তি অর্থ আদায় করা না হয়, গ্রাহকের ব্যাংক যদি উক্ত দিনের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করে মুদ্রা রূপান্তর করে এবং এটিএমধারী ব্যাংক যদি শুধুমাত্র তার থেকে যে পরিমাণ অর্থ উত্তোলিত হয়েছে সে পরিমাণ ফেরত নেয়, তবে এ জাতীয় লেনদেন অবৈধ হওয়ার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে না। এ জাতীয় লেনদেনে আন্তর্জাতিক ব্যাংক কার্ড পৃষ্ঠপোষক কোম্পানি মধ্যস্থতার খাতিরে যে অর্থ গ্রহণ করে তাতে কোন দোষ নেই।[৬৬]

উক্ত ট্রানজেকশনের দ্বিতীয় ফিকহী বিশ্লেষণ

কার্ডধারক আমেরিকান ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) থেকে যে অর্থ উত্তোলন করলেন তা তিনি নিজেই উক্ত ব্যাংক থেকে কর্য নিলেন। আর এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পর্যায়গুলো অতিক্রান্ত হয়েছে:

ক) কার্ডধারী ATM এর মাধ্যমে মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা থেকে ১০০ ডলার কর্জ হিসেবে তলব করলে ব্যাংক তার পরিচিতি নিশ্চিত হওয়ার পর তার আবেদন মঞ্জুর করল।

খ) কার্ডবাহক আমেরিকান ব্যাংক থেকে গৃহীত এ ঋণের অর্থ পরিশোধের দায়িত্ব তার ব্যাংক আল-আমিন ব্যাংককে অর্পণ করল। ফলে আল-আমিন ব্যাংক কার্ডধারীর হিসাব থেকে উক্ত অর্থ আমেরিকান ব্যাংককে পরিশোধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হল।

---

৬৫. কেউ কেউ এটাকে কমিশন বা ফি মনে করতে পারেন। কিন্তু এটি কমিশন বা ফি হতে পারে না এই কারণে যে, যেহেতু ঋণদাতা ব্যাংক থেকে যে মুদ্রায় যে পরিমাণে অর্থ ঋণ নেয়া হয়েছে ঠিক সেই মুদ্রায় সে পরিমাণ অর্থ ফেরত দেয়া হয়েছে। সুতরাং এরপর এই বাড়তির শর্তারোপ সুদ বৈ অন্য কিছু হতে পারে না।

৬৬. আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-রব'য়ী, *আত তাখরীজুল ফিকহী লি ইসতিমালি বিতাকা আস-সাররাফ আল-আলী*, রিয়াদ : মাকতাবাতে আল-রুশদ, প্রথম প্রকাশ-২০০৫ খ্রি., পৃ. ২০

গ) কার্ডধারকের হিসাব যেহেতু স্থানীয় মুদ্রায়, সেহেতু ব্যাংক তার নিজের পক্ষ থেকে (মুয়াককিল বা হিসাবধারকের অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে) মুদ্রা বিনিময় করে তা ডলারে পরিণত করে।

ঘ) মুদ্রা বিনিময়ের ফিস বাবদ কার্ডধারীর হিসাব থেকে কর্তিত অর্থ যার একটি অংশ ATMধারক ব্যাংক গ্রহণ করল তা মূলত ঋণের উপর শর্তযুক্ত বাড়তি স্বরূপ।

উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে এই ট্রানজেকশনের বিধান

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দুটি বিষয় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়:

ATM ধারক ব্যাংক (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) কার্ডধারী থেকে ঋণের উপর শতকরা হারে যে বাড়তি অর্থ গ্রহণ করছে তা সুদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা ঋণের উপর কোন বাড়তি গ্রহণ করার অধিকার ঋণদাতার নেই।

কার্ডধারীর ব্যাংক (আল-আমিন ব্যাংক) তার গ্রাহকের হিসাব থেকে এক্সচেঞ্জ ফি নামে যে বাড়তি গ্রহণ করছে তার কোন ভিত্তি নেই। কেননা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরের পর (বিনিময় মূল্যসহ) সমুদয় অর্থ গ্রহকের হিসাব থেকে কর্তন করে বৈদেশিক ব্যাংককে (মার্কেন্টাইল ব্যাংক অব আমেরিকা) প্রদান করা হয়। অর্থাৎ কাস্টমার নিজেই যদি তার ব্যাংক থেকে বৈদেশিক মুদ্রা (ডলার) উত্তোলন করতেন তবে যে অর্থ কর্তন করা হত তার চেয়ে বাড়তি কোন অর্থ কর্তন বৈধ হবে না।

অতএব, যদি এ জাতীয় কোন বাড়তি অর্থ বা শতকরা বিশেষ কমিশন বিলোপ করা হয় এবং কার্ড ইস্যুকারী ও ATMএর স্বত্বাধিকারী ব্যাংক তা গ্রহণ না করে তবে এ জাতীয় লেনদেন বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

ইসলামী ক্রেডিট কার্ড : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মত বাংলাদেশেও বর্তমানে ইসলামী ক্রেডিট কার্ড চালু হয়েছে। ইসলামী ক্রেডিট কার্ডের কার্যকৌশল ও সংশ্লিষ্ট শরী'আহ বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য এ প্রবন্ধে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রবর্তিত "ইসলামী ব্যাংক খিদমাহ কার্ড"কে গ্রহণ করা যেতে পারে।

কর্মকৌশল

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তার গ্রাহকের চাহিদা পূরণ এবং দেশে ও বর্হিবিশ্বে উন্নত সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইসলামী আর্থিক লেনদেন ও ব্যাংকিং বিষয়ে পারদর্শী বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে ইসলামী শরী'আহসম্মত ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে। আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে "ইসলামী ব্যাংক খিদমাহ কার্ড" নামে প্রবর্তিত এ কার্ডের সিলভার, গোল্ডেন ও প্লাটিনাম তিনটি প্রকার

রয়েছে এবং প্রত্যেক প্রকারের জন্য ভিন্নি ভিন্ন ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে। সাধারণত নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ক্রেডিট কার্ড সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পন্ন হয়।

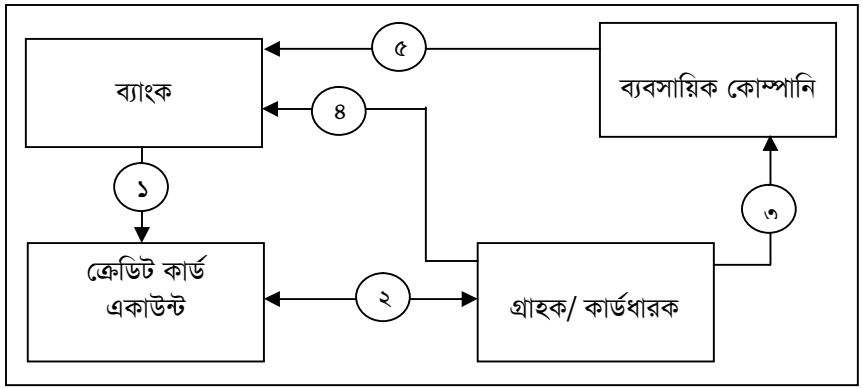

চিত্র-২ : ক্রেডিট কার্ডের কর্মকৌশল।[৬৭]

১. ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড সেবা প্রদানের জন্য সর্বপ্রথম গ্রাহকের নামে একটি একাউন্ট খোলেন অথবা তার বিদ্যমান একাউন্ট ব্যবহার করেন।

২. ব্যাংক গ্রাহককে ক্রেডিট কার্ডের সুবিধা প্রদান করে।

৩. গ্রাহক তার কাঙ্খিত পণ্য ক্রয় বা সেবা গ্রহণ করেন।

৪. গ্রাহক কার্ড গ্রহণ ও এর সুবিধা ভোগ করার বিপরীতে ব্যাংককে নির্ধারিত হারে ফী প্রদান করেন।

৫. ব্যবসায়িক কোম্পানি ব্যাংককে তার কার্ড দ্বারা লেনদেন সম্পন্ন করার কারণে বিক্রিত পণ্য বা সেবার বিক্রয় মূল্যের উপর একটি কমিশন দিয়ে থাকে, যাকে Merchant's discount বলা হয়।

গ্রাহক থেকে গৃহীত ফিস

ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ইস্যু ও এ থেকে সেবা গ্রহণের কারণে গ্রাহক থেকে বিভিন্ন ধরনের ফী গ্রহণ করে। নিম্নে খিদমাহ কার্ড সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু ফীর একটি তালিকা উপস্থাপন করা হল:

৬৭. নিজস্ব চিত্রায়ন।

ক্রম	সেবা	সিলভার	গোল্ডেন	প্লাটিনাম	মন্তব্য
১	বাৎসরিক ফী (মূল কার্ড)	৳ ১০০০/-	৳ ১৫০০/-	৳ ৩০০০/-	
২	বাৎসরিক ফী (সম্পূরক কার্ড)	ফ্রি	ফ্রি	ফ্রি	প্রথম কার্ডটি ফ্রি, ২য় ও পরবর্তী প্রতিটির জন্য ৳ ৫০০/-
৩	মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ফী	৳ ৬০০/-	৳ ১২০০/-	৳ ২০০০/-	
৪	সীমা অতিক্রমের ফী	৳ ৫০০/-	৳ ১০০০/-	৳ ১৫০০/-	সর্বোচ্চ ৳ ৫,০০০/- আদায়যোগ্য
৫	বিলম্বে পরিশোধের জরিমানা	৳ ৫০০/-	৳ ১০০০/-	৳ ১৫০০/-	যদি পরিশোধের মেয়াদের মধ্যে সর্বনিম্ন পরিমাণ পরিশোধ না করে।
৬	কার্ড প্রতিস্থাপন ফী	৳ ২০০/-	৳ ৩০০/-	৳ ৫০০/-	
৭	অর্থ উত্তোলন ফী	৳ ১০০/-			প্রতিবার

সারণি-১: খিদমাহ কার্ড সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ফি।[৬৮]

শরী'আহ অনুষঙ্গ

নিম্নে খিদমাহ ক্রেডিট কার্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিছু শরী'আহ অনুষঙ্গের আলোচনা বিধৃত হলো:

১. খিদমাহ কার্ডটি "উজরাহ" নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উজরাহ (أجـــرة) অর্থ প্রতিদান, পারিশ্রমিক, শ্রম বা সেবার বিনিময় ইত্যাদি। ফকীহগণের পরিভাষায়,

هي ما يعطاه الأجير في مقابل العمل، وما يعطاه صاحب العين مقابل الانتفاع بها.

"শ্রমিককে তার শ্রমের বিনিময়ে এবং সম্পদের মালিককে সম্পদ ব্যবহারের বিনিময় হিসেবে যা প্রদান করা হয়।"[৬৯]

ভাড়াচুক্তি, ধর্মীয় কাজের বিপরীতে পারিশ্রমিক গ্রহণ, বন্ধক, কাফালাহ ফিক্‌হ শাস্ত্রের ইত্যাদি অধ্যায়ে এ বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। ইসলামী ব্যাংক তার মালিকানাধীন ক্রেডিট কার্ড থেকে উপকার গ্রহণের বিপরীতে একটি নির্দিষ্ট হারে বিনিময় গ্রহণ করে।

৬৮. দ্র: http://www.islamibankbd.com/advservices/khidmaCard.php তথ্য সংগ্রহের তারিখ: ২০/১১/২০১৪।

৬৯. সম্পাদনা পরিষদ, *আল-মাওসু'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, কুয়েত : আওকাফ ও ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৪০৪ হি., খ. ১, পৃ. ৩২০

২. ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, নবায়ন, অগ্রিম নবায়ন, প্রতিস্থাপন ইত্যাদি কারণে নির্ধারিত ফিস গ্রহণ করে থাকে। এগুলো মূলত গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রদত্ত বিভিন্ন সুবিধার বিপরীতে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত চার্জ স্বরূপ। কার্ড ইস্যুকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় ফিস গ্রহণ বৈধ।[৭০] এ কার্ড ব্যাংকের নিজেস্ব সম্পত্তি হওয়ায় এর মালিকনা অন্য কারো কাছে স্থানান্তরিত হয় না; যা কার্ডের উল্টা পিঠে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকে। কাষ্টমার এ কার্ড থেকে শুধুমাত্র সেবা গ্রহণের অধিকার রাখেন বিধায় তিনি এ থেকে সেবা বা উপকার গ্রহণের বিনিময় স্বরূপ এসব ফি প্রদান করতে বাধ্য থাকেন।

৩. ইসলামী ব্যাংক কার্ড ব্যবহারের মাধ্যমে ক্রয় কৃত পণ্যের উপর বিক্রেতার (অত্র প্রবন্ধে "আল-উসরা ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কোম্পানি") নিকট থেকে একটি সুনির্দিষ্ট হারে কমিশন আদায় করতে পারে, যাকে Merchant's discount বলা হয়। তবে এ কমিশনের কারণে পণ্যের মূল্য বর্ধিত হয় না। সাধারণত ব্যবসায়িক কোম্পানির অর্থ পরিশোধের সময় ব্যাংক এ কমিশন গ্রহণ করে থাকে। কার্ড ইস্যুকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য এ জাতীয় কমিশনের বৈধতা রয়েছে।[৭১] যা ঋণ পরিশোধের ওকালাহ বা প্রতিনিধিত্বের বিনিময় স্বরূপ গৃহীত হয়।[৭২] কুয়েত ফাইন্যান্স হাউসের শরীয়াহ বোর্ডের দৃষ্টিতে এটি কার্ডধারক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মধ্যস্থতার ফি।[৭৩]

৪. গ্রাহক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করলে তার হিসাব সংরক্ষণ করার প্রয়োজন না হওয়ায় তার থেকে হিসাব সংরক্ষণ (Maintenance) বাবদ কোন চার্জ নেয়া যাবে না। তবে তিনি যদি পরিশোধ না করেন তাহলে তার জন্য একটি আলাদা হিসাব খোলা হবে এবং তার হিসাব সংরক্ষণ ও মাসিক বিবরণী প্রেরণের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্রান্ড লাইসেন্স, নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি, পিওএস এবং এটিএম টার্মিনাল, একসেপটেন্স ডেভেলপমেন্ট, প্রসেসিং ইত্যাদি কাজের বিপরীতে যতটা সম্ভব At actual ভিত্তিতে ফী চার্জ করা যাবে।[৭৪]

৭০. আবূ গুদ্দাহ, "বিতাকাতুল ইতিমান ওয়া তাকঈফুহাশ শর'য়ী", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২; কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭; আল-জাওয়াহেরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১৫; শরী'আহ মানদণ্ড নং-২, পৃ. ২৪

৭১. ওআইসি ফিক্হ কমিটি ২৩-২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে রিয়াদে অনুষ্ঠিত ১২তম অধিবেশনের ১৩(২/ ১০) ও ১৩(৩/১) নং সিদ্ধান্ত দ্রষ্টব্য।

৭২. শরী'আহ মানদণ্ড নং- ২, পৃ. ২৪

৭৩. কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

৭৪. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরী'আহ কাউন্সিলের ৫ আগস্ট ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪৪তম অধিবেশনের ৪ নং সিদ্ধান্ত।

৫. ওয়াহাবাহ আল-যুহাইলী [জ. ১৯৩২ খ্রি.]-এর মতে, ব্যাংক গ্রাহককে যে নির্ধারিত ঋণ প্রদান করছে তা কর্য হাসান[৭৫] হিসেবে গণ্য হবে। বিধায় এর বিপরীতে ব্যাংক কোন প্রকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। এর ব্যত্যয় হলে তা রিবা হিসেবে বিবেচিত হবে।[৭৬] তবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধের বাধ্যবাধকতা ও পরিশোধে অক্ষম হলে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা যেতে পারে। তবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের শরী'আহ কাউন্সিল মনে করে, এ খাত হতে প্রাপ্ত অর্থ সংশয়পূর্ণ আয় হিসাবে চিহ্নিত হবে।[৭৭]

৬. লেনদেন প্রসেসিং ফী বাবদ অর্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে স্লাব অনুযায়ী কম/বেশী ফী নির্ধারণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা টাকার অংকের স্লাব (Slab) অনুযায়ী ফী ধার্য করা শরী'আহ্র আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ফি চার্জ করার ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব At actual করতে হবে।[৭৮]

উপসংহার

কনভেনশনাল ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনের নীতিমালা বিষয়ক এ প্রবন্ধ থেকে প্রতীয়মান হয়, শরী'আহ অভিযোজন পরিভাষাটি আধুনিক হলেও এর সংশ্লিষ্ট কিছু পরিভাষা ফিকহের গ্রন্থাদিতে বিদ্যমান। যা থেকে শরী'আহ অভিযোজনের বিভিন্ন নির্দেশনা পাওয়া যায়। যে নতুন বিষয়ের কোন শর'য়ী বিধান নির্ণীত হয়নি তাকে পূর্বের সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বিষয়ের সাথে তুলনা করে বিধান নির্গমন করার মাধ্যমে শরী'আহ অভিযোজন সম্পন্ন হয়। শরী'আহ অভিযোজন ইজতিহাদী কাজ হওয়ায় অভিযোজনকারীকে এক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী ও অনন্য গুণে গুণান্বিত হয়ে নির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। নির্ধারিত নীতিমালা অনুসরণে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করলে ভুল অভিযোজন হওয়ার সম্ভাবনা বিরাজ করে। যা মানবতার জন্য কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অগ্রযাত্রার জন্য নতুন প্রডাক্ট উদ্ভাবন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কনভেনশনাল ব্যাংকের প্রচলিত বিভিন্ন প্রডাক্টের শরী'আহ অভিযোজনও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। অতএব অভিযোজনের মাধ্যমে ব্যাংকিং প্রডাক্টের শরী'আহসম্মত করার নীতিমালা বিষয়ে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, একাডেমিক গবেষণাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৭৫. কর্য হাসান দ্বারা সাধারণ ঋণকে বুঝায় যা কারও প্রতি সহানুভূতি হিসেবে প্রদান করা হয় এবং ঋণের অংকের উপর কোন প্রকার বৃদ্ধি বা এর বিনিময়ে অন্য কোন উপকার হাসিলের উদ্দেশ্য ছাড়াই নির্দিষ্ট সময়ে ফেরত নেয়ার চুক্তি করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: *আল-মাওসু'আহ আল-ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়িতিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৩৩, পৃ. ১১১

৭৬. Wahbah al-Zuhayli, *Financial Transactions in Islamic Jurisprudence*, Damascus : Dar al-Fikr, 2003, p. 369

৭৭. ৫ আগষ্ট ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪৪তম অধিবেশনের ৫ নং সিদ্ধান্ত।

৭৮. প্রাগুক্ত, সিদ্ধান্ত নং-৩